UNTOLD DESIRES
শারীরিক প্রতিবন্ধীদের না বলা কথা

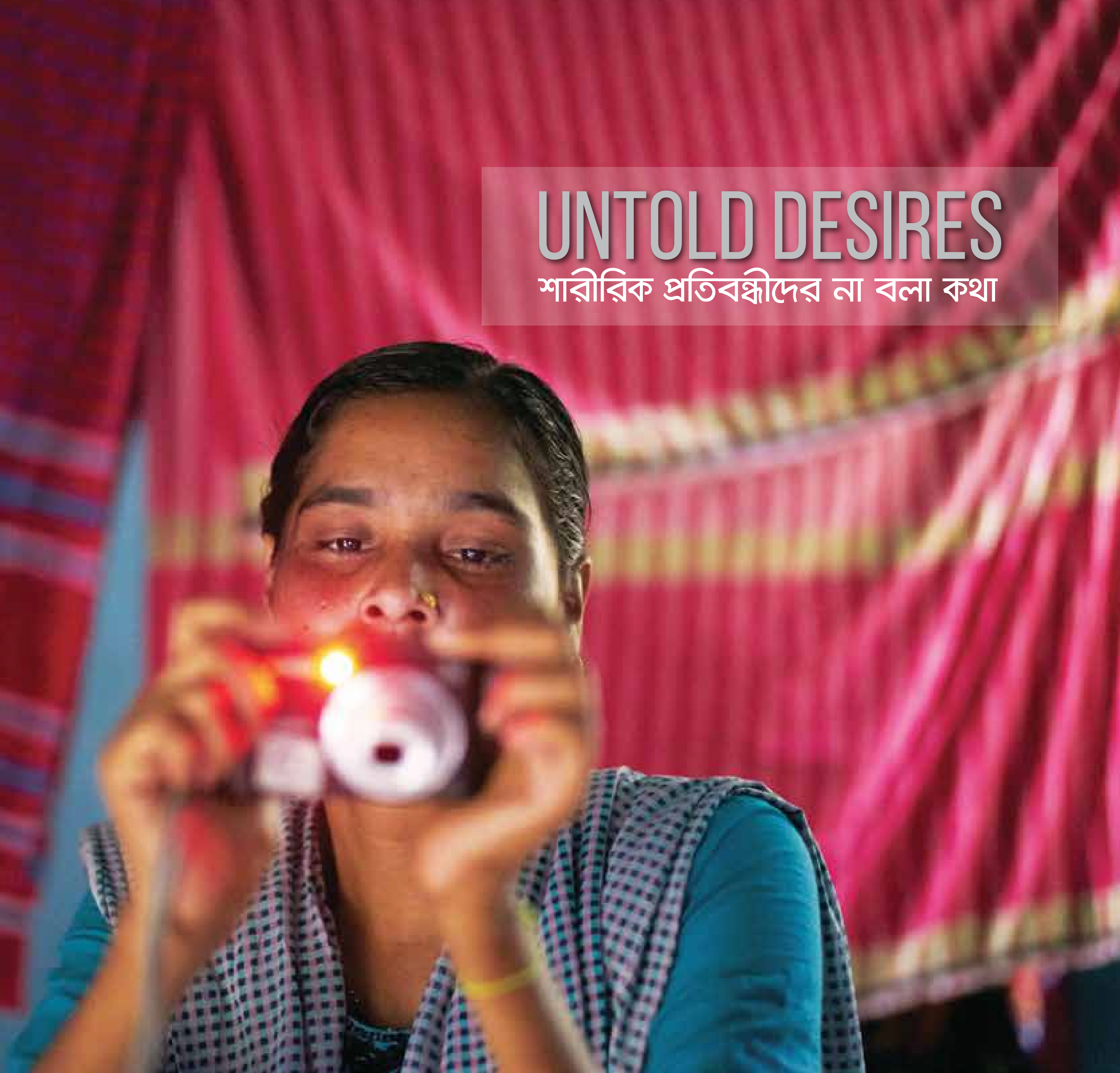

UNTOLD DESIRES

শারীরিক প্রতিবন্ধীদের না বলা কথা

Published by
BRAC James P Grant School of Public Health
BRAC University, Bangladesh

68 Shahid Tajuddin Ahmed Sharani, 5th Floor (Level-6), icddr,b Building,
Mohakhali, Dhaka-1212, Bangladesh.

First Published December 2017

Copyright© 2017. BRAC JPGSPH

ISBN 978-984-34-3368-8

Written by
Saad Adnan Khan
Farhana Alam

Bangla translation by
Farhana Alam
Suhrid Swagata
Jeetu Ahmed

Cover Photo
Shehzad Noorani

Design
Mukul Barman

Dedicated To

All the participants who shared their narratives

How can our 'natural' bodies be reimagined – and relived – in ways that transform the relations of same and different, self and other…—Donna Haraway.

কিভাবে আমরা তথাকথিত 'স্বাভাবিক' শরীরের ধারণাকে নতুন করে দেখতে ও ভাবতে পারি, যার মাধ্যমে একই এবং আলাদা, আমি এবং অন্য এই চিন্তাগুলো বদলে যায়...-ডনা হ্যারাওয়ে।

Researchers

Saad Adnan Khan is a Senior Research Associate at The Centre of Excellence for Gender, Sexual and Reproductive Health and Rights, BRAC James P Grant School of Public Health, BRAC University. His research interests lie in the areas of gender, sexuality, Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR), education, masculinity and disability. Saad also designs and teaches short courses on gender and sexuality at the Centre.

Farhana Alam is a Coordinator at The Centre for Excellence of Gender, Sexual and Reproductive Health and Rights BRAC James P Grant School of Public Health, BRAC University. Her research interests lie in the areas of gender, sexuality, SRHR, education and disability. Currently she is coordinating two projects at the Centre that look at lives of adolescents and gaps and challenges in SRHR education in Bangladesh, to develop innovative educational materials in order to make SRHR education more effective.

Both Saad and Farhana feel eager and excited to work across different visual mediums to disseminate knowledge for researchers, practitioners, youth and community members.

Table of Content

সূচীপত্র

Foreword

মুখবন্ধ

Note from the Dean

Preface: Blurry and Out-Of-Focus |2

ভূমিকা: ঝাপসা এবং আউট অফ ফোকাস |4

Background |6

প্রসঙ্গ কথা |9

The Process |13

পটভূমি |15

Photo/Narratives |19

Conclusion |75

উপসংহার |78

References |79

Foreword

It is indeed a privilege to be asked to write a foreword for this disability project book, a BRAC James P Grant School of Public Health, BRAC University production. The book captures the photo narratives of people with disabilities, and talks about disabled bodies who desire intimate connections. Globally, there are 650 million people with disabilities whose socio-economic situations have changed; however, the situations are far from desirable. Historically, society has not questioned the ideology of normalcy. In South Asia, disability was understood as a charitable category. Later, disability was understood as a personal tragedy, rendering a medicalized understanding with an emphasis on cure. The social model in contrast understands that the problem of disability is located within society. The cause of the problem is thus not the individual limitations, of whichever kind, but society's failure to include the needs of the disabled people in its social organization. However, despite the bonuses of the social model, such as access to the built environment, education, and employment, bodies and sexual desires of disabled people have been silenced.

This project brings the voices of disabled people, whose embodiment is alive and enchanting. The stories signify that a disabled person must fight and resist to be the author of her/his own sexuality in a society where the disabled person has to first establish him/herself as sexual being. In a scenario where sexuality is intimately tied to marriage, opportunities for sexual exploration outside marriage among disabled people in South Asia are non-existent. In this book, we come across Shukla's narrative, who, however, resists this normative notion of marriage and brings to table a basic desire to be intimate.

Through ten powerful photo-narratives, this book brings some poignant thoughts that the reader will relate to lives of disabled people in Bangladesh. As a teenager, Romel remembers that he had, what he describes as intense sexual desires. Since he didn't have his two arms, he often used his legs to masturbate. Nayeem on the other hand unlocks the disabled body and creates different avenues for a healthy sexuality, which is not based on intercourse.

It is only by challenging prevailing socio-cultural values and the binaries of normal and abnormal, that disabled people can resist normative constructions of disabled as dependent, asexual or deformed, and begin to forge new identities. As disabled people, the invisibility of our lives becomes heightened by the fact that media implies the belief that 'normal' body is that which is desirable. The media emphasizes that there is an ideal weight, size, and color. Once these messages become internalized, disabled people get trapped in subscribing to the non-disabled norms.

Finally, this project prods us to understand diversity - a reminder of 'heterogeneity of disability,' which is an integral part of the human experience, is critical. The book will thus be an invaluable tool for policy-makers, researchers, practitioners, advocates and volunteers involved in disability.

Anita Ghai
Ambedkar University Delhi, India

মুখবন্ধ

ব্র্যাক জেমস্ পি গ্র্যান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেল্থ, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ব্যাবস্থাপনায় শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জীবনের গল্প নিয়ে প্রকাশিত এ বইয়ের জন্য মুখবন্ধ লিখতে পেরে আমি আনন্দিত।

এই বইয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনের বাস্তবতাকে, তাদের তোলা ছবি আর কথার মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী এসব মানুষের মনের অব্যক্ত সব কথা এ বইয়ে স্থান পেয়েছে। বিশ্বব্যাপী ৬৫০ মিলিয়ন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, যদিও, যতটা উন্নতি হওয়া উচিৎ তার থেকে আমরা এখনও অনেক দূরে।

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে 'অস্বাভাবিক' শব্দটি দিয়ে সমাজ কি বোঝায়, কি কারনে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয় তা নিয়ে সমাজকে কখনও প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়নি। এক সময় দক্ষিণ এশিয়ায়, একজন প্রতিবন্ধি ব্যাক্তিকে সকলেই করুনার পাত্র হিসেবে ধরে নিতেন। পরবর্তীতে 'মেডিকেল মডেল' অনুযায়ী প্রতিবন্ধিতা কে একটা ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বা রোগ হিসেবে ধরে নিয়ে কিভাবে এর থেকে আরোগ্য লাভ করা যায় সে ব্যাপারটি কে বেশী গুরুত্ব দেয়া হল। অন্য দিকে প্রতিবন্ধিতার সোশ্যাল মডেল থেকে আমরা জানি যে প্রতিবন্ধি ব্যক্তিরা তাদের জীবনের যে সমস্য গুলোর সম্মুখিন হয় তার কারন হল আমাদের বৈষম্যমূলক সামাজিক অবকাঠামো। একজন প্রতিবন্ধি ব্যক্তির সমস্যা গুলো তার ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা নয় বরং আমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠান গুলো প্রতিবন্ধি মানুষের উপযোগী একটি অবকাঠামো তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে বলেই তারা ওইসব সমস্যার সম্মুখিন হন। এটাও ঠিক যে সোশ্যাল মডেল প্রতিবন্ধিদের জন্য উপযোগী রাস্তা, ঘাট, শিক্ষা ব্যবস্থা, এবং কর্মসংস্থান তৈরী নিয়ে যতটা সোচ্চার, ঠিক ততোটাই নীরব প্রতিবন্ধি নারী পুরুষের শরীর ও যৌন চাহিদার ব্যপারটি নিয়ে।

এই বইয়ের গল্পগুলো প্রমান করে যে, একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কে তার যৌনতার বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নিতে গেলে রীতিমত যুদ্ধ করতে হয়, কারন আমদের সমাজ ব্যবস্থায় মনে করা হয় যে প্রতিবন্ধি নারী পুরুষের কোন যৌনতা থাকতে পারে না। দক্ষিণ এশিয়ায় মত জায়গায় যেখানে যৌনতা ও বিয়েকে একই সূত্রে গাঁথা হয় সেখানে প্রতিবন্ধি দের জন্য বিয়ে না করে যৌনতার অভিজ্ঞতা পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু এই বইয়ের গল্পে, শুক্লা প্রচলিত ধ্যান ধারনাকে পেছনে ফেলে বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে শুধু শারীরিক ঘনিষ্টতার মত মৌলিক চাহিদার পূরনের উপর জোর দিয়েছে।

পাঠকেরা বইটিতে প্রকাশিত ১০টি শক্তিশালী গল্প থেকে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের জীবনের বাস্তবতা অনুধাবন করবেন তেমন ভাবনা থেকেই বইটি প্রকাশ করা হয়েছে। রোমেল যেমন তার কৈশরের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে, সে সময়ে তার তীব্র যৌনাকাঙ্খা হতো। যেহেতু তার দুটো হাত নেই তাই তিনি, মাস্টারবেট করতে তার পা ব্যবহার করতেন। আবার নাঈম প্রতিবন্ধী শরীরের সীমাবদ্ধতাকে ভেঙ্গে একটি সুস্থ্য যৌন জীবন এর কথা বলেছে যেখানে যৌনতা শুধু শারীরিক মিলনের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়।

সমাজে প্রচলিত 'স্বাভাবিক' ও 'অস্বাভাবিক' এর মাপকাঠি কে চ্যালেঞ্জ করার মধ্যে দিয়েই একজন প্রতিবন্ধি ব্যক্তি তার উপরে লাগানো 'অক্ষম' 'যৌনতাবিহীন' অথবা 'অসম্পূর্ন' মানুষের তকমা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন। 'সক্ষম শরীর ই আকর্ষনীয়' মিডিয়ার এধরনের প্রতিনিয়ত প্রচারনায় আমরা প্রতিবন্ধি মানুষেরা যেন সমাজের চোখে আরও অদৃশ্য হয়ে যাই। মিডিয়ায় আমাদের বলে দেয় যে আকর্ষনীয় হবার জন্য আদর্শ ওজন, আদর্শ সাইজ ও আদর্শ গায়ের রঙ থাকতে হবে। এসব প্রচারনার ফাঁদে পড়ে আকর্ষনীয় হবার জন্য একজন প্রতিবন্ধি ব্যক্তি নিজেকে একজন অপ্রতিবন্ধি ব্যক্তির সাথে তুলনা করে হতাশায় ভোগেন।

সবশেষে, এই বইটি আমাদের প্রতিবন্ধিদের বৈচিত্রময় অভিজ্ঞতার কথা বলে যেটা অনুধাবন করা প্রত্যেকের জন্য খুবই গুরুত্বপুর্ন। এই বইটি নীতি-নির্ধারক, গবেষক, চিকিৎসক বা যারা প্রতিবন্ধীদের সাথে কাজ করছেন তাদের জন্য একটি মূল্যবান উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

আনিতা ঘাই
আমবেদকার ইউনির্ভাসিটি দিল্লী, ইন্ডিয়া

Photo by Shehzad Noorani

Note from the Dean

It is a pleasure to publish this book from The Centre of Excellence for Gender, Sexual and Reproductive Health and Rights, BRAC James P Grant School of Public Health, BRAC University. We focus on research, policy, advocacy and training activities on gender and reproductive health and sexual rights in Bangladesh and in the region. The Centre works to promote a broad-based understanding of these critical but sensitive issues, focusing on vulnerable groups and young people. At the School, we look at public health issues from a holistic perspective and explore the personal, emotional, physical, mental, spiritual and social dimensions of one's experiences of self and identity. This initiative is unique as it explores the personal and sexual lives of physically disabled people in Bangladesh, through an innovative method of using photo-narratives. The book aims to remove the culture of silence and makes the 'invisible' visible by sharing narratives which explore the complexities of life for physically disabled individuals. I am very pleased by Saad Khan and Farhana Alam's hard work in bringing out this book. I would like to thank Share-Net International for their continued support for the Centre. I hope that this initial work will open up spaces for disabled individuals to talk about sexuality in ways that are non-stigmatizing and validating, leading to an awareness and shift in public health policies and interventions.

Sabina Faiz Rashid
Dean & Professor
BRAC James P Grant School of Public Health,
BRAC University

দা সেন্টার অফ এক্সিলেন্স ফর জেন্ডার, সেক্সুয়ালিটি অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেলথ অ্যান্ড রাইটস, ব্রাক জেমস্ পি গ্র্যান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেল্‌থ, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি পক্ষ থেকে এই বইটি প্রকাশ করতে পেরে আমি অনেক আনন্দিত। এই সেন্টারের অধীনে আমরা বাংলাদেশ এবং আশে পাশের দেশ গুলোতে সেক্সুয়ালিটি অ্যান্ড রিপ্রোডাক্টিভ হেল্‌থ অ্যান্ড রাইটস (এসআরএইচআর) বিষয়ক গবেষণা, পলিসি ও এডভোকেসি নিয়ে কাজ করে থাকি। আমাদের সেন্টার এই অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ন এবং একই সাথে স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে মানুষের মধ্যে একটি বিস্তৃত উপলব্ধি প্রতিষ্ঠার লক্ষে ঝুকিপুর্ন গোষ্ঠী ও তরুনদের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের স্কুলে আমরা জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়গুলো সম্পর্কে একটি হলিস্টিক দৃষ্টি ভঙ্গী তৈরি করার জন্য কাজ করে যাচ্ছি। আমরা একজন মানুষের নিজস্বতা ও পরিচয়ের ব্যপারটিকে ব্যক্তিগত, শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক প্রেক্ষাপট থেকে দেখার চেষ্টা করছি। আমাদের এই উদ্যগের মাধ্যমে আমরা ফটো ন্যারেটিভ নামের একটি উদ্ভাবনি মেথডের ব্যবহার করে বাংলাদেশের শারীরিক প্রতিবন্ধী মানুষের ব্যক্তিগত ও যৌন জীবন সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছি। এই বইটির লক্ষ্য হল শারীরিক প্রতিবন্ধী মানুষের ব্যক্তিগত এবং যৌন জীবনের জটিলতার গল্পগুলো পাঠকের সাথে শেয়ার করার মধ্য দিয়ে সামাজিকভাবে অদৃশ্য এই জনগোষ্ঠীকে আরও দৃশ্যমান করে তোলা এবং এ ব্যপারে নীরবতার যে সংস্কৃতি আমাদের সমাজে আছে, তার অবসান ঘটানো। এই বইটি তৈরির পেছনে সাদ খান এবং ফারহানা আলম এর নিরলস প্রচেষ্ঠা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। শেয়ার নেট ইন্টারন্যাশনালকে ধন্যবাদ আমাদের সেন্টারের প্রতি তাদের অব্যাহত সমর্থনের জন্য। আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের এই কাজ শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের যৌনতা নিয়ে ইতিবাচক ভাবে কথা বলার একটি জায়গা তৈরি করবে যা ভবিষ্যতে এই সংক্রান্ত পলিসি এবং ইন্টারভেনশন তৈরির ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে।

সাবিনা ফায়েজ রশিদ
ডীন এবং প্রফেসর
ব্রাক জেমস্ পি গ্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক হেল্‌থ
ব্রাক ইউনিভার্সিটি

Photo by Runa

Preface:
Blurry and Out-of-Focus

Runa's hands shake. Due to her cerebral palsy, she held the camera askew, and didn't have control over her fingers, for which she involuntarily kept pressing the shutter button of the digital camera. Bright flashes filled up the room. Most of her pictures turned out to be blurry, and out-of-focus.

Any other person will dismiss the pictures by Runa as bad pictures. Parameters of a good photograph have been breached. Where's the subject? What's this photograph about? However, Runa's pictures are Runa's embodied reality, which means that she cannot stop shaking even if she wants to.

Looking at her pictures later, we, the researchers, realized how photography, in a sense, is also a form of art that prefers or requires able-bodied people to participate in. The photographer has to be fully in control of the camera. The aperture, shutter speed, ISO—the photographer makes the call. They take a certain position—to be in control of their own body. They duck, hide, lie down or crawl—if the picture or the moment demands.

Considering that, should we see Runa's disability as a limitation, or just another way of being? Shall we shift our able-bodied lens to understand Runa's narrative? We of course don't want to romanticize the pictures or Runa's reality; neither essentialize any notions with her photography skills. But this project is about questioning norms and set standards, about rethinking how we read narratives. It is also about how we look at disabled people, and their bodies and desires that are regarded as abnormal; that don't meet societal standards of being a 'complete human being.' It is believed that there is something wrong with disabled individuals and their lives. Similar to the task of revisiting Runa's photographs, we need to revisit narratives of disabilities, and ask in the process, how do we understand concepts of body, pleasure and sexuality in new ways.

Runa's blurry and out-of-focus pictures perhaps set a precedent for a new kind of language to express oneself. We didn't let our preconceived notions of what a good photograph must look like influence our judgements as we looked at Runa's photographs. Instead, we wanted the pictures to guide us. We wanted to see what the pictures had to tell us about those who took them. More importantly, what Runa thought of her pictures, and what she had to say.

We must take these blurry and out-of-focus pictures as our entrance point to ask some pressing questions such as: **What do we mean by normal? What is a normal body? Whose desires are counted as normal ? Who gets to decide what is normal?**

Photo by Runa

ভূমিকা
ঝাপসা এবং আউট অফ ফোকাস

সেরেব্রাল পালসি'র কারণে সবসময় রুনার হাত কাঁপে। আঙুলগুলোর উপরও কোনও নিয়ন্ত্রন নেই ওর। বাঁকাভাবে ক্যামেরাটা ধরে, একরকম ইচ্ছের বিরুদ্ধেই রুনা ওর হাতের ডিজিটাল ক্যামেরার শাটার বোতামটা চেপেই চলেছে। অনবরত জমকালো আলোয় ঘরটা কেমন ভরে যাচ্ছে। ছবি তোলার সময় ক্রমাগত ওর হাত খুব কাঁপছিলো বলে বেশীরভাগ ছবিই ঝাপসা আসে। ক্যামেরার ভাষায় যাকে বলে 'আউট অফ ফোকাস'।

রুনার তোলা ছবিগুলো দেখে কারোরই খুব একটা ভালো লাগার কথা না, কারণ ছবিগুলো সবই ঝাপসা। কোন মাপকাঠিতে ফেললে ভালো ছবি বলতে যা বোঝায়, দুঃখজনকভাবে রুনার ছবিতে তার কোনটিই নেই। কিন্তু রুনার তোলা এই ছবিগুলোই তার জীবনের চরম বাস্তবতা, যার মানে হলো ও চাইলেও নিজের হাতের এ কাঁপুনি বন্ধ করতে অক্ষম।

রুনার তোলা ছবিগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আরও অনেক কিছুর মতই ফটোগ্রাফি ব্যাপারটাও তাদের জন্যেই মানানসই যারা শারীরিকভাবে সক্ষম। ছবি যিনি তুলছেন, ক্যামেরার পুরো নিয়ন্ত্রন কিন্তু তার হাতে থাকা চাই। অ্যাপার্চার, শাটার স্পিড, আইএসও- এসব কেমন হবে, কতখানি মাত্রায় থাকবে একজন আলোকচিত্রী/ফটোগ্রাফার বুঝে শুনে সে সিদ্ধান্ত নেন। যেভাবে যেখানে দাঁড়ালে নিজের শরীরকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রন করা যায় তিনি সেভাবে নিজের জায়গা করে নেন। ছবির স্বার্থে তিনি কখনও পানিতে নামেন, কখনও বা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকেন, আবার কখনও মাটিতে শুয়ে পড়েন। এমনকি প্রয়োজনে হামাগুড়িও দেন।

এই পরিস্থিতিতে আমরা রুনার এই অক্ষমতাকে কি তার জীবনযাপনের ক্ষেত্রে একটি সীমাবদ্ধতা হিসেবে বিবেচনা করবো, নাকি বেঁচে থাকার আরও একটি বিকল্প ধরণ হিসেবে দেখবো? রুনাকে বুঝতে কি তবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে? ছবি তোলার ক্ষেত্রে রুনার এই প্রতিবন্ধকতা বা ছবি তোলার ক্ষমতাকে আমরা আবেগপ্রবণ হয়ে কোনো মানদন্ডে ফেলতে চাই না বা ওর ফটোগ্রাফির দক্ষতাও প্রমাণ করতে চাই না। কিন্তু এই প্রজেক্টটির প্রতিপাদ্য বিষয় হল গদবাধা নিয়ম ও মানদণ্ড কে প্রশ্নবিদ্ধ করা এবং যেভাবে আমরা বিভিন্ন গল্প বুঝতে চাই, তা নতুন করে চিন্তা করা। প্রতিবন্ধী মানুষ, তাদের শরীর এবং যৌন ইচ্ছা বা চাহিদাকে অস্বাভাবিক হিসেবে ভাবা হয়। এটা বিশ্বাস করা হয় যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কোন না কোন সমস্যা আছে। আমরা যেভাবে রুনার ফটোগ্রাফিকে দেখেছি, ঠিক সেভাবেই আমাদের প্রতিবন্ধীদের কে নিয়ে যে ন্যারেটিভ গুলো আছে, সেগুলার ব্যাপারে নতুন করে চিন্তা করতে হবে। শরীর, যৌনতা এবং যৌন ইচ্ছা নিয়ে যে ধারনা গুলো আছে, সেগুলো কে প্রশ্নবিদ্ধ করতে হবে এবং নতুন করে চিন্তা করতে হবে।

রুনার তোলা ঝাপসা এবং আউট অফ ফোকাস ছবিগুলো তার নিজের অনুভূতি প্রকাশের একটি মাধ্যম। একটা গতানুগতিক ভালো বা স্বাভাবিক ছবি কেমন হয় তা নিয়ে আমাদের পূর্ব নির্ধারিত কোন ধারণা যেন কোনও ভাবেই রুনার ছবি দেখার সময় আমাদের প্রভাবিত না করে সেদিকে আমরা বিশেষ নজর রেখেছি। রুনার ছবিগুলোকে আমরা প্রচলিত ভালো ছবির মাপকাঠিতে বিচার করিনি। আমরা দেখতে চাইছিলাম যিনি এই ছবিগুলো তুলেছেন, ছবিগুলো তাকে বিশেষভাবে তুলে ধরেছে কিনা। তার থেকে জরুরী ছিল রুনা তার নিজের তোলা ছবিগুলো নিয়ে কি ভেবেছে, ঐ ছবিগুলো দিয়ে সে কি বলতে বা বোঝাতে চেয়েছে?

ঝাপসা আর 'আউট অফ ফোকাস' এই ছবিগুলো আমাদের কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মুখোমুখি করে দিয়েছে। প্রশ্নগুলো হলোঃ **'স্বাভাবিক' বলতো আমরা কি বুঝি? 'স্বাভাবিক শরীর' কাকে বলে? কোন আকাঙ্খা গুলোকে স্বাভাবিক মনে করা হয়? কে সেটা নির্ধারন করে?**

Photo by Neetu

Background

DISABILITY

Disabled bodies transgress societal norms and standards of bodily ideals. An individual with post-polio syndrome bends over while walking, or limps. A person with spinal cord injury goes around in a wheel-chair, with a catheter hidden in his or her bag. A person with cerebral palsy might shake constantly, has bent arms and legs, or takes time to talk and express oneself. According to medicine, or the bio-medical model these are labelled as deformities and problems with the individuals that need medical attention and fixing. Understanding disability in this way pathologizes the individual with disability, and highlights only the disability as the defining factor of that person's life. However, we have moved away from such a bio-medicalized understanding of disability.

Disability is also understood in social terms. This is done by questioning social norms and infrastructures that are not inclusive or accepting of disabled individuals. Think of the roads, restaurants or the malls in Bangladesh. How many of them have a ramp? First few seats are assigned for the disabled in buses, however how will one climb the bus in the first place and get to the seats? How is a disabled person judged and labeled by their surrounding? A social model of disability takes into account how the surrounding *disables* an individual, by not providing the proper assistance that a disabled person requires. It can be things like bars around the toilet seat, or have barrier free floor in public places. The streets, shops, and schools are hence rendered as able-bodied spaces, which are not welcoming of disabled bodies. This removal of disabled bodies from the public space also adds to the cultural stigma and shame about disability.

However, no matter how many ramps are made, assistive devices are bought or societal attitude is changed, an acknowledgement that disabled bodies do experience pain, fatigue and different kinds of discomfort has to be taken into account. Gender and knowledge production scholar Margrit Shildrik uses the critical disability model to write about, how one experiences body and mind. Bodily and psychological realities, in mediation with social obstacles, stop disabled people from accessing and reaching points in life that able-bodied people may reach sooner or more conveniently.

We have to go beyond the social and medical models, and have to understand that disabled people are individuals with diverse stories. This idea that disabled people are somehow 'incomplete,' needs to be readily challenged. We also have to develop a critical lens to understand and work around disability, and question notions around ability that are equated with being 'normal.' The privilege of being 'normal' or able-bodied, and the binary between the disabled (other) and non-disabled (normal) has to be marked out, reflected upon and challenged to bring transformation in thought and action, and for equality and equity in society.

SEXUALITY

Sex and sexuality is a big taboo in many countries across the world, including Bangladesh. The topic of sexuality is rife with confusions, paradoxes and denial in general. More so, for disabled people.

Sexuality is a multifaceted aspect of a person's life. 'The perception that sexuality is only comprised of sexual intercourse is a common misconception […] Sexuality also encompasses biological, psychological, emotional, social, cultural and spiritual qualities' (Robinson et al. 2011). Sexuality expands to notions around connecting emotionally, and physical touches, intimacies and fantasizing, other than intercourse.

Disability rights activist Anne Finger in her book *Forbidden Fruit* (1992) wrote, 'Sexuality is often the source of our deepest oppression; it is also often the source of our deepest pain. It's easier for us to talk about—and formulate strategies for changing—discrimination in employment, education, and housing than to talk about our exclusion from sexuality and reproduction' (Finger: 1992).

The quote is still applicable today, in many contexts, including Bangladesh. The field of Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR) is yet to take into account the lived realities of how disabled people experience, or want to experience sex and sexuality. Disabled people are thought to be asexual, and

lacking in sexual desire, and are infantilized and over-protected by family members (Ghai: 2002) from exploring one's sexuality. Intellectually disabled people are also often believed to be hypersexual, who cannot control their sexual urges (CREA: 2008), and thus, pose dangers to society and others. In both these cases, voices of the disabled individuals are either misrepresented or ignored.

As Malini Chib, another disability rights activist, aptly points out in her article, 'The point is not whether we get sex or not. The point is that we are prevented from even thinking or talking about it. It's like we suddenly become untouchables and despicable creatures just because we think, talk and demand sexual intimacy,' (Chib: 2014).

Knowing about SRHR and experiencing sexual agency is of paramount importance when it comes to ensuring rights of disabled people so that they can make informed choices and better decisions about their bodies and sexuality. 'Disabled people have the same range of experiences of their sexuality as any person […] They need to and have a right to receive information about sexuality. This enables them to make decisions about their sexual lives, to achieve pleasurable experiences and to avoid unwanted and painful experiences' (CREA 2008).

Thinking about sexuality and disability together extends to rethinking notions around sexuality. Sexuality and disabilities studies scholar Robert McRuer talks about the fact that instead of expecting disabled bodies to 'fit in,' we have to radically reimagine society. He writes that disabled people are rediscovering alternative ways of using the body, and by doing so, they are living with pride and self-esteem. 'Our duty as society is to listen to their experiences of pain and pleasure,' (McRuer and Wilkerson 2003 cited in CREA: 2008). Instead of pitying disabled people, we should also see how their lived realities have the potential to transform normative perceptions around gender, sex, sexuality and body for the able-bodied as well.

This project hopefully will open up spaces to ask new and exciting questions, break the silence and shame, and create spaces for physically disabled people to talk about their sexual needs and desires in their own words and on their own terms. The narratives in the project are glimpses of the lives and souls of the individuals we interviewed. These narratives will motivate us all to critically reflect on how we think about disability and revise our prejudices in the process. The book will also be utilized for sustained advocacy and visibility on disability and sexuality. This project will hence address disability in the context of gender, sexuality and SRHR to work for the rights that disabled people are denied.

প্রসঙ্গ কথা

প্রতিবন্ধীতা

সমাজের দৃষ্টিতে একজন প্রতিবন্ধী মানুষের শরীর, 'আদর্শ শরীর'-এর সংজ্ঞার বাইরে। একজন ব্যক্তি যার পোস্ট পোলিও সিন্ড্রম আছে তিনি হাঁটবার সময় পা কিছুটা বাঁকিয়ে হাঁটেন বা খুড়িয়ে চলেন। আবার যার স্পাইনাল কর্ডে কোন সমস্যা আছে তিনি ব্যাগে করে তার ক্যাথেটার (মূত্রনিষ্কাশনযন্ত্র) লুকিয়ে হুইল চেয়ারে করে চলাফেরা করেন। আবার রুনার মতো যারা সেব্রাল পালসিতে আক্রান্ত, তার শরীর হয়তো সবসময় কাঁপে কিংবা তার হাত-পা বাঁকা অথবা কথা বলতে সময় একটু বেশী লাগে। চিকিৎসকেরা শরীরের এমন অবস্থাকে 'বিকলাঙ্গতা,' 'শারীরিক সমস্যা', ইত্যাদি নানা নামে বর্ণনা করে থাকেন এবং ক্ষেত্রের বিভিন্নতা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ প্রদান করেন। এই চিন্তাধারার কারণে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সমাজের চোখে শুধুমাত্র একজন শারীরিকভাবে অক্ষম এবং একজন অসম্পূর্ণ মানুষ হয়েই বেঁচে থাকেন। একজন ব্যক্তি হিসেবে কখনই তাকে কোনপ্রকার স্বীকৃতি দেয়া হয় না। প্রতিবন্ধীতাকে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও দেখা যেতে পারে। যেমন আমাদের সামাজিক নিয়মনীতি বা অবকাঠামো একজন প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য কোনভাবেই উপযোগী নয়। বাংলাদেশের শপিং মল বা রাস্তাঘাটের কথা একবার ভাবুন তো, কতগুলো জায়গায় প্রতিবন্ধীদের চলার উপযোগী ব্যবস্থা আছে? বাসের প্রথম দিকের কিছু আসন প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য সংরক্ষিত থাকে এটা সত্য, কিন্তু একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কি করে বাসে উঠে সেই সংরক্ষিত আসনটির সুবিধা নেবেন, সেটা নিশ্চিত করার আদৌ কি কোন সুযোগ আছে? সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে আমাদের সমাজের পারিপার্শ্বিক অব্যবস্থাই একজন মানুষকে প্রতিবন্ধী হয়ে জীবন কাটাতে বাধ্য করে। টয়লেট সিটের চারপাশে বার দিয়ে বা রাস্তাঘাট গুলোকে প্রতিবন্ধীদের চলার উপযোগী করে আমাদের পক্ষে অনায়াসেই এই ধরণের সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা সম্ভব। আমাদের

রাস্তাঘাট, দোকান, স্কুল, সবই সক্ষম মানুষদের কথা মাথায় রেখে তৈরি করা যেখানে কোথাও একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কথা বিবেচনা করা হয়নি। কোন পাবলিক প্লেসেই এই ধরণের সুযোগ সুবিধা না থাকায় প্রতিবন্ধী মানুষেরা নিজেদের নিয়ে আরও বেশী হীনমন্যতা ও লজ্জায় ভোগেন।

এটাও সত্য যে আমরা যতই প্রতিবন্ধীবান্ধব রাস্তাঘাট বানাই, বা সহায়ক যন্ত্রপাতি দিই, অথবা আমাদের মানসিকতায়ও যতই পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা করি না কেন, তা কোনভাবেই একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শারীরিক যন্ত্রণা, তার অস্বস্তি বা তার ক্লান্তি দূর করবে না। জেন্ডার এবং নলেজ প্রোডাকশানে বিশেষজ্ঞ মারগ্রিট শিল্ড্রিক তাঁর 'ক্রিটিক্যাল ডিজ্যাবিলিটি মডেল'-এ লিখেছেন, কিভাবে একজন ব্যাক্তি নিজের মন ও শরীরকে অনুভব করে। শারীরিক ও মনস্তাত্বিক প্রতিবন্ধকতার সাথে সামাজিক বাঁধার মিশেল, একজন প্রতিবন্ধী মানুষের লক্ষ্য অর্জনের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। যার ফলে, আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক এবং শারীরিভাবে সক্ষম একজন ব্যক্তির তুলনায় তারা অনেক পিছিয়ে পড়েন।

আমাদের সোশ্যাল এবং মেডিকেল মডেলের বাইরে গিয়ে একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে যা 'প্রতিবন্ধীতা' এবং 'সক্ষমতা'র প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে। সমাজ পরিবর্তনের মাধ্যমে ন্যায় ও সাম্যতা প্রতিষ্টার জন্য আমাদের একজন শারীরিকভাবে সক্ষম ব্যক্তি ও একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মধ্যকার বৈষম্য তুলে ধরে তা মোকাবেলায় কাজ করতে হবে এবং একই সাথে, শারীরিক সক্ষমতা মানেই যে 'স্বাভাবিক' বোঝানো হয় সে ধারণা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে হবে।

যৌনতা

বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যৌনতা একটি নিষিদ্ধ ব্যাপার। সাধারণত যৌনতা নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি ও অস্পস্ট ধারণার পাশাপাশি অগ্রহনযোগ্যতার বিষয়টিও রয়েছে। আর প্রতিবন্ধী মানুষদের যৌনতা নিয়ে তো আমরা চিন্তাই করি না।

যৌনতা মানুষের জীবনের প্রধান চাহিদাগুলোর একটি। এটি মানুষের সহজাত চাহিদা। বৈচিত্রতা যৌনতার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শুধুমাত্র যৌন মিলনকেই যৌনতা বলে, এটি খুব প্রচলিত অথচ একটি ভুল ধারণা। কারও সঙ্গে আবেগীয় বন্ধন, স্পর্শ করা, ঘনিষ্ট হওয়া, কল্পনা করা এসব কিছুই যৌনতার একেকটি অনুষঙ্গ।

প্রতিবন্ধীদের অধিকার আদায়ে সক্রিয় কর্মী অ্যান ফিঙ্গার তাঁর 'ফরবিডেন ফ্রুট' (১৯৯২) বইয়ে লিখেছেন, 'বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যৌনতা হলো গভীরতম নিপীড়ন ও যন্ত্রণার উৎস।' তিনি আরও বলেছেন, 'বেকারত্ব, শিক্ষা, বাসস্থান, বৈষম্য ইত্যাদি নিয়ে কথা বলা সহজ হলেও যৌনতা বা প্রজনন অধিকার নিয়ে কথা বলাটা তুলনামূলকভাবে একটু কঠিন।' (ফিঙ্গার ১৯৯২)

বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় এই উক্তিটি এখনও প্রযোজ্য। যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার (সেক্সুয়াল রিপ্রোডাক্টিভ হেল্থ এন্ড রাইটস বা এসআরএইচআর)-এর ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী মানুষগুলোর চাহিদা বা অভিজ্ঞতাকে আমলে নেয়া হয় না। ধরেই নেওয়া হয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কোনও যৌনানুভূতি বা যৌনাকাঙ্খা নেই (ঘাই ২০০২)। বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে বিশ্বাস করা হয় সে হাইপারসেক্সুয়াল, যে কিনা তার শারীরিক চাহিদাকে নিয়ন্ত্রন করতে পারে না এবং তারা সমাজের অন্যান্যদের জন্য বিপদজনক। উভয় ক্ষেত্রেই হয় প্রতিবন্ধীদের ব্যাপারে ভুল ব্যখ্যা দেওয়া হচ্ছে অথবা এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে।

প্রতিবন্ধী অধিকার আন্দোলন কর্মী মালিনী চিবের মতে, 'আমরা যৌন সম্পর্ক করছি কি করছি না সেটা বিষয় না। বিষয়টি হলো যৌনতা নিয়ে আমাদের কথা বলা বা চিন্তাভাবনাকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর দশজনের মত আমরাও যখন যৌনতা নিয়ে ভাবি, কথা বলি বা কারও সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করতে চাই, তখন হুট করেই সকলের কাছে আমরা এক প্রকার অদ্ভুত এবং অচ্ছুৎ প্রানীতে পরিণত হই।' (চিব ২০১৪)

প্রতিবন্ধীদের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে 'এসআরএইচআর' সম্পর্কে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জানা খুবই জরুরী, তাতে করে নিজের শরীর ও যৌনতা নিয়ে তিনি সবচেয়ে ভালো সিদ্ধান্তটি নিতে পারবেন। একজন 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির যৌনতা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আর দশজন মানুষের মতই। যৌনতা সম্পর্কে সব ধরনের তথ্য পাবার অধিকার ও প্রয়োজনীয়তা দুটোই তাদের আছে। এক্ষেত্রে তারা নিজেদের যৌন জীবন সম্পর্কে নিজেরা তখনই সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন যা তাদের অনেক অনাকাঙ্খিত ও বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হওয়া থেকে বিরত রাখবে,' (ক্রিয়া ২০০৮)।

প্রতিবন্ধী মানুষের যৌনতা নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের যৌনতা নিয়ে চিরাচরিত যেসব ভুল ধ্যান ধারণা রয়েছে তা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। যৌনতা ও প্রতিবন্ধীতা বিষয়ক গবেষক রবার্ট ম্যাকরুয়ার বলেন, প্রতিবন্ধীতার শিকার মানুষদের প্রতি সমাজের একটাই চাওয়া, যে সে সমাজের চলমান ধারার সাথে নিজেকে মানিয়ে নেবে। এই ধারনা বদলাতে হলে সমাজ ব্যবস্থা নিয়েও আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে। তিনি লিখেছেন, 'প্রতিবন্ধী মানুষেরা তাদের শরীর ব্যবহার করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপায় খুঁজে নেয়। এবং সেভাবেই তারা গর্ব ও আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে আছেন। সমাজের অংশ হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হলো তাঁদের সুখ দুঃখের কথা শোনা' (ত্রিয়াঃ ২০০৮)। শারীরিক প্রতিবন্ধি মানুষদের প্রতি করুণা দেখানোর বদলে তাদের জীবনের সত্যটাকে আমাদের উপলব্ধি করা উচিৎ। আমাদের এটাও দেখা উচিত কিভাবে একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বাস্তবতা বোঝার মধ্যে দিয়ে লিঙ্গ ও যৌনতা নিয়ে সমাজের প্রচলিত ধারণা বা মুল্যবোধকে পরিবর্তন করা সম্ভব।

আমরা আশা করছি, এই প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা প্রতিবন্ধী মানুষদের যৌনতা নিয়ে নীরবতা ভাঙতে পারবো, এর মাধ্যমে নতুন অনেক প্রশ্নের জায়গা তৈরি হবে এবং প্রতিবন্ধী তরুণ-তরুণীরা নিজেদের মত করে তার নিজের যৌন চাহিদা, যৌন আকাঙ্খা নিয়ে কথা বলবে। তাদের এই গল্পগুলো প্রতিবন্ধী মানুষের যৌনতাকে দৃশ্যমান করে তুলবে। এই প্রকল্পটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের লিঙ্গ, যৌনতা, এসআরএইচআর এবং তাদের অধিকার নিয়ে কথা বলবে যা আমরা বার বার অস্বীকার করেছি।

Photo by Shehzad Noorani

The Process

This photography book is the product of the scoping study titled 'Exploring sexuality of physically disabled people through photo-narratives in Bangladesh,' that aimed to know how physically disabled people perceive sex, sexuality and desire. Photo-narrative is the key element of the project. Through visuals, we get glimpses of lived realities of the project. The photographs are also creative tools to initiate discussions in both academic and non-academic spaces.

Our project started with a three day workshop with physically disabled people at our project parter Niketan's office, in a village called Baniajuri in Manikganj district. Ten men, and eight women, between the ages of seventeen and thirty-five participated in the workshop. They had different kinds of disabilities: cerebral palsy, muscle weakness, clubfoot, post-polio syndrome and amputation. The workshop was designed to initiate a dialogue around how the participants viewed and understood gender, body, love, sexuality and relationships.

A preliminary research was conducted, at the beginning of the project, to map out what kind of work has been done and is underway on SRHR of disabled people in Bangladesh. Interviews were done with practitioners from Center for Disability in Development (CDD), Society for the Welfare of the Intellectually Disabled (SWID), and Bangladesh and Women with Disabilities Development Foundation (WDDF). The preliminary research helped us design the outline of the workshop in an informed manner, and include content that were engaging, contextualy relevant and easily understood by the participants.

The sessions were participatory, where discussions on how one experiences gender roles, perceives one's body, love, romance and relationship, took place. Sessions on photography by professional photographer took place. The participants were also taught how to use a digital camera, look at pictures, and express oneself through photographs.

We also wanted to look at disability across the intersection of class, to see how disabled experience varies based on one's socio-economic positioning. That's why we also reached out to disabled individuals in urban Dhaka That way, participants of this project are from both rural and urban, lower, middle and upper socio-economic backgrounds.
We have used qualitative research method (in depth interview) to collect the narratives from the participants.

The interviews were designed to capture multiple aspects and phases of the participants' identity and life. From the answers, researchers learned about participants' childhood memories, how they grew up, relationship with friends and family, traumatic and empowering incidents around experiencing their disability, and their views, understandings and experiences around romance, love, sex, body, emotions, and sexuality. Given the sensitive nature of the interview, we visited the participants two to three times to conduct the interviews which allowed them to open up and talk about intimacy, love, and sex. By knowing about these multiplicities of a person, we were interested to draw out and understand a person's life in a much more detailed manner.

We employed the methodology of photo-voice as a

technique where participants design and take pictures themselves, to tell their own stories and opinions. According to the *PhotoVoice Facilitator's Guide* (2016) by Rutgers, Netherlands, photo-voice technique helps empower individuals from marginalized communities, when they express their views in such a creative manner. Participants were given cameras to document their daily lives, and were asked to visually portray understandings around sexuality. We asked them some specific questions and did mind-mapping to design potential pictures:

- Is there any place, person or thing you think of when you think of love and romance?
- What comes to your mind when you think of sex, love and romance?
- How would you show it?

One of the challenges was that the photo-voice technique was not immediately an easy medium for the participants to express their views. Capturing understandings of sexuality through visuals was not an obvious exercise. Participants initially did not know what to take pictures of. That's when we realized we needed to have a series of discussion and mind-mapping sessions with the participants to discuss about potential pictures they want to take to depict their thoughts around sexuality.

Permission and informed consent was taken from participants for participating in the project, taking pictures, and using and publishing their pictures in this book. After consulting with some of the participants, their names have been changed, and their identities are kept anonymous due to the sensitive nature of their narratives. The photo-narratives that you hold in hand, are powerful self-representations of disabled people. It's time that we engage with all the varied representations that have come up in this project.

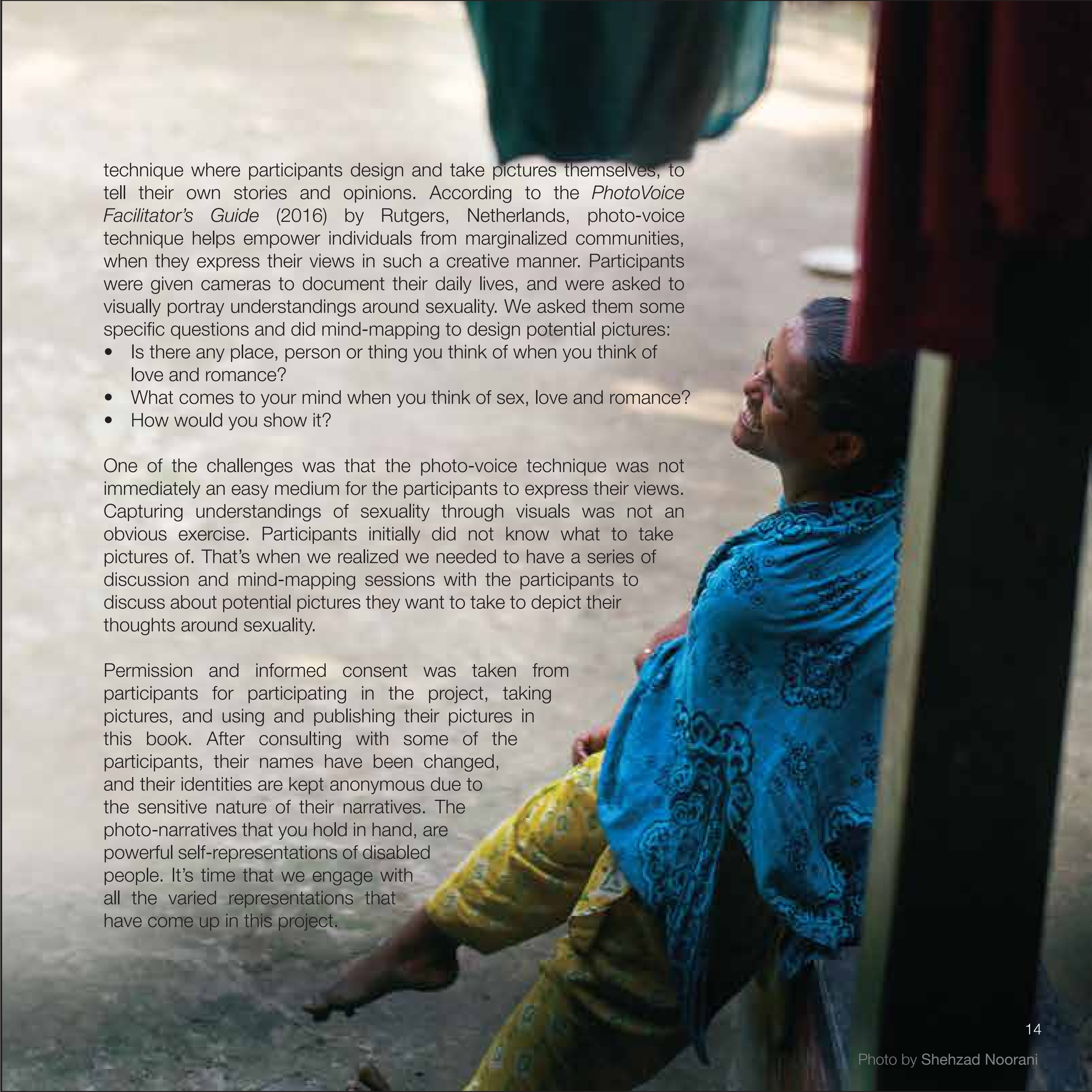

Photo by Shehzad Noorani

পটভূমি

এই ফটোগ্রাফি বইটি তৈরি হয়েছে 'এক্সপ্লোরিং সেক্সুয়ালিটি অফ ফিজিক্যালি ডিস্যাবেলড্ পিপল থ্রু ফটো ন্যারেটিভ ইন বাংলাদেশ' প্রোজেক্ট থেকে যেখানে শারীরিক প্রতিবন্ধী মানুষেরা তাদের শরীর, যৌনতা, যৌন ইচ্ছা বা চাহিদা নিয়ে কি ভাবে তা দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। ফটো ন্যারেটিভ এই প্রোজেক্টের একটি গুরুত্বপুর্ন অংশ। এখানে ছবির মাধ্যমে শারীরিক প্রতিবন্ধী মানুষের জীবন ছবি দেখতে পাই। একাডেমিক ও নন একাডেমিক উভয় জায়গায় এই বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করার জন্য ফটোগ্রাফ খুবই কার্জকরী একটি উপায়।

জানুয়ারিতে মানিকগঞ্জ জেলার বানিয়াজুরি গ্রামের, নিকেতন, এই প্রজেক্ট পার্টনারের কার্যালয়ে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে তিন দিনব্যাপী একটি কর্মশালার মাধ্যমে আমাদের প্রকল্পটি শুরু হয়। কর্মশালায় সতের থেকে পয়ঁত্রিশ বছর বয়সী আঠার জন নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন। তাদের বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধীতা ছিল: সেরেব্রাল পালসি, পেশীর দুর্বলতা, ক্লাবফুট, পোস্ট পোলিও সিন্ড্রোম, এম্পিউটি ইত্যাদি। কর্মশালাটির মূল উদ্দেশ্য ছিল অংশগ্রহণকারীদের থেকে শরীর, ভালবাসা, যৌনতা এবং সম্পর্ক নিয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা এবং তা নিয়ে আলোচনা করা।

কর্মশালাটির বিষয় নির্ধারণ করার জন্য বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার নিয়ে এ পর্যন্ত কি ধরণের কাজ হয়েছে তার উপর একটি প্রাথমিক গবেষণা চালানো হয়। এই গবেষণার অংশ হিসেবে সেন্টার ফর ডিসেবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট (সিডিডি), সোসাইটি ফর দ্য ওয়েলফেয়ার অফ ইন্টেলেকচুয়ালি ডিজ্যাবেল্ড (এস ডাব্লিউ আই ডি), বাংলাদেশ উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটি ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন

(ডব্লিউডিডিএফ) এর উন্নয়ন কর্মীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এই গবেষণা আমাদের প্রতিবন্ধী অংশগ্রহণকারীদের কর্মশালার জন্য একটি সঠিক রূপরেখা তৈরি করতে সাহায্য করেছে।

একজন ফটোগ্রাফার অংশগ্রহনকারীদের একটি সেশান নেন যেখানে ডিজিটাল ক্যামেরা ব্যবহার এবং ফটোগ্রাফের মাধ্যমে নিজেদেরকে প্রকাশ করা নিয়ে আলোচনা করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা পরবর্তীতে কিছু ছবি তোলেন এবং পরে একটি সেশনে তাদের তোলা ছবিগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়। সেশনগুলো অংশগ্রহণমূলক ছিল, যেখানে জেন্ডার নিয়ে তাদের অভিজ্ঞতা, শরীর, ভালবাসা, রোমান্স ও সম্পর্ক নিয়ে তাদের ধারনা এই বিষয় গুলো নিয়ে আলোচনা হয়।

আমরা সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতিবন্ধী ব্যাক্তিদের অভিজ্ঞতা ও চাওয়ার কথা শুনতে চেয়েছি এবং দেখতে চেয়েছি কিভাবে তাদের অভিজ্ঞতা সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে পরিবর্তিত হয়। এ কারণে আমরা ঢাকার মত শহুরে সমাজে বেড়ে ওঠা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথেও কথা বলেছি। এই প্রকল্পের অংশগ্রহনকারীরা গ্রামীণ এবং শহুরে, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমি থেকে উঠে এসেছেন। তথ্য সংগ্রহের জন্য আমরা কোয়ালিটেটিভ রিসার্চ মেথড ব্যবহার করেছি।

Photo by Participant

অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় তাদের শৈশব স্মৃতি, বেড়ে ওঠা, বন্ধুদের এবং পরিবারের সাথে সম্পর্ক, তাদের শারীরিক প্রতিবন্ধকতা, প্রেম, শরীর, আবেগ ইত্যাদি নিয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনায় উঠে এসেছে। সাক্ষাৎকারের বিষয় সংবেদনশীল বিধায় আমরা অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে দুই থেকে তিনবার দেখা করে কথা বলেছি, যা তাদেরকে আরও খোলাখুলিভাবে শরীর এবং যৌনতা সম্পর্কে কথা বলতে সাহায্য করেছে।

আমরা ফটো-ভয়েস পদ্ধতিটিকে গবেষনার কৌশল হিসাবে কাজে লাগিয়েছি যেখানে অংশগ্রহণকারীরা তাদের নিজস্ব গল্প এবং মতামত প্রকাশ করতে নিজের মত করে ছবি তুলেছেন। নেদারল্যান্ডের রাটগার্সের 'ফটোভয়েস ফ্যাসিলিটেটর গাইড'- (২০১৩) অনুযায়ী, যখন সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠি এই ধরণের সৃজনশীল পদ্ধতিতে তাদের মতামত প্রকাশ করেন তখন এটি তাদের মত প্রকাশের ক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করে। অংশগ্রহণকারীদের ক্যামেরা দিয়ে বলা হয় দৈনন্দিন জীবনে যেসব জিনিসগুলোর মাধ্যমে তারা তাদের আকাঙ্খা বা যৌনতা ইত্যাদি প্রকাশ করতে চান সেসবের ছবি ক্যামেরায় ধারণ করতে। সম্ভাব্য ছবির ধারনা পেতে আমরা তাদের সাথে মাইন্ড-ম্যাপিংসহ নির্দিষ্ট কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলেছিলাম। যেমন-

*আপনি যখন প্রেম এবং রোম্যান্সের কথা ভাবেন তখন কোন নির্দিষ্ট জায়গা, মানুষ বা বস্তুর কথা কি মনে হয়?

*সেক্স, প্রেম এবং রোম্যান্স এই শব্দগুলো শুনলে প্রথম আপনার কল্পনায় কি আসে?

*সেটা আপনি কিভাবে প্রকাশ করতে চান?

অংশগ্রহণকারীদের জন্য ফটো-ভয়েস এর মাধ্যমে তাদের অনুভূতি প্রকাশের বিষয়টি ছিল বেশ চ্যালেঞ্জিং। ছবির মাধ্যমে নিজেদের যৌনতা প্রকাশ করার ব্যাপারটি সহজ ছিল না। শুরুতে তারা বুঝতেই পারছিলেন না কিসের ছবি তুলবেন। তখন আমরা বেশ কিছু ধারাবাহিক আলোচনার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের বুঝাতে চেষ্টা করেছি যে নিজেদের চিন্তা বা ইচ্ছা প্রকাশের জন্য তারা কি ধরণের ছবি তুলতে পারেন।

অংশগ্রহণকারীদের তোলা সমস্ত ছবি এই বইয়ে ব্যবহার করার জন্য তাদের থেকে অনুমতি নেওয়া হয়েছে। বইটির বিষয়বস্তুর সংবেদনশীলতা বিবেচনা করে কিছু অংশগ্রহণকারীর নাম, পরিচয় এবং চেহারা গোপন রাখা হয়েছে। এই বইটিতে ছবির মাধ্যমে আমরা কয়েকজন শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবনের গল্প, তাদের চাওয়া-পাওয়া, সুখ-দুঃখ আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করেছি।

Photo/Narratives

Photo by Shehzad Noorani

Who will love me, as you need money to fall in love? If you don’t have income, you can never have love and relationship.

আমাকে কে ভালোবাসবে? ভালোবাসতে টাকা লাগে। আপনার যদি টাকা না থাকে, আপনি ভালোবাসা বা সম্পর্ক কিছুই পাবেন না।

Thirty year old Mintu has diplegic cerebral palsy. He has a bent leg, for which he has to use a stick. When he was very young, Mintu had a boil in his leg. The village doctor operated on it, after which Mintu couldn't walk anymore. At the age of ten he crawled on all fours. Therapists at Niketan gave him physical therapy, which made it possible for him to stand up straight and walk with a limp.

Mintu has seen economic hardship since a child. His family couldn't continue his studies. Mintu studied till the fifth grade. He spends his day either in his bedroom lying down, or at the nearby market, where he goes and watches television at a store with the other men in the village. He is desperately looking for a job, whether it be a night guard, or an office assistant. For not having an income of his own, he has to depend on his family members for financial support. He thinks his family doesn't respect him or his opinions because he doesn't have an income. According to Mintu, a disabled person with an income is much more respected by his family members, compared to a disabled person who is dependent.

Mintu had received a missed call on his phone one day. He called the number back, and started talking to the woman on the other side. There was an instant romantic interest on both sides. They spoke for three months on the phone. Mintu told her that he is disabled. The woman, who is a third-year student in a public college and looks after her father's shop, didn't care about his disability and still wanted to meet him. After much planning Mintu conjured up the courage and went to Dhaka to meet her. He borrowed some money from his mother, made the four-hour long commute in a bus from Manikganj to Dhaka and finally met her on the Bengali New Year. Her sister was with her, so Mintu couldn't be 'romantic' with her. He had to stay at her place over night because of a storm. The girl's parents didn't mind having him over or his disability. They however thought he should get a job if he wanted to marry their daughter.

Mintu and the girl exchanged their mobile phones, as a gesture to preserve the memory of the day. Since Mintu's phone had a recording feature, she can now record his voice when they talk to each other and listen to it when she is upset or misses him. However, he cannot think of romance or marriage, because he doesn't have a job. His question is, but who will take care of his wife? How will he fulfill her wants if he doesn't have any money?

Photo by Shehzad Noorani

ত্রিশ বছর বয়সী মিন্টু ডাইপ্লেজিক সেরেব্রাল পালসির শিকার। মিন্টুর একটি পা বাঁকা, তাই তাকে লাঠি ব্যবহার করতে হয়। খুব ছোট কালে ওর পায়ে একটা ফোঁড়া হয়। এক হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসার পর থেকে মিন্টু আর হাঁটতে পারেনা। দশ বছর বয়সে মিন্টুকে চার হাত পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হতো। পরে নিকেতনের একজন থেরাপিস্টের চিকিৎসায় সে এখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটতে পারে।

ছোটবেলা থেকেই দারিদ্রতা দেখে বড় হয়েছে মিন্টু। টাকার অভাবে পঞ্চম শ্রেণীর পর আর পড়তে পারেনি সে। শুয়ে-বসে কিংবা বাড়ির কাছের বাজারে গিয়ে অন্য মানুষদের সাথে টিভি দেখে সারাটা দিন কাটে তার। অফিসের কেরানী বা নাইট গার্ড যা-ই হোক, মিন্টু এখন একটা কাজ খুঁজছে। নিজের কোনও উপার্জন না থাকায় টাকার জন্য তাকে পরিবারের উপর নির্ভর করতে হয়। সে মনে করে, তার আয়-রোজগার না থাকায় পরিবারের মানুষজন তার কথাকে গুরুত্ব দেয়না আর তাকে সম্মানও করেনা। মিন্টুর মতে, একজন প্রতিবন্ধী ব্যাক্তি যার উপার্জন আছে সে পরিবারের কাছে বেশী গ্রহনযোগ্য।

একদিন মিন্টু তার ফোনে অচেনা নম্বর থেকে একটি মিস্‌ড কল পায়। সে ঐ নম্বরে কল করে, আর ফোনের ওপারে থাকা মেয়েটির সঙ্গে কথা বলা শুরু করে। মুহূর্তেই একে অন্যের প্রতি ভালোবাসা অনুভব করে। এমন করে তিনমাস ফোনে কথা বলে তারা। মেয়েটিকে মিন্টু বলেছিলো যে সে প্রতিবন্ধী। বাবার দোকান দেখাশুনা করা তৃতীয় বর্ষের সেই কলেজ পড়ুয়া

Mintu's girlfriend's pictures that he took when he adventerously went to Dhaka on Pohela Baisakh.
They exchanged their phones as a romantic gesture.

মেয়েটি উত্তরে বলেছিলো, মিন্টুর এই প্রতিবন্ধীতায় তার কিছু এসে যায় না। সে মিন্টুর সঙ্গে দেখা করতে চায়। অনেক পরিকল্পনার পর সাহস যুগিয়ে মিন্টু ঢাকা আসে মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে। মায়ের থেকে কিছু টাকা ধার করে, মানিকগঞ্জ থেকে চার ঘন্টার পথ পাড়ি দিয়ে- এতসব ঝক্কির পর অবশেষে বাংলা নববর্ষের দিনে মেয়েটির সাথে মিন্টুর দেখা হয়। মেয়েটির বোন সেদিন মেয়েটির সঙ্গে ছিল। তাই সেভাবে দুজন প্রেমের কথা বলতে পারেনি। ঐদিন সন্ধ্যের দিকে বেশ ঝড় হওয়ায় মিন্টুকে মেয়েটির বাড়িতে থেকে যেতে হয়। মিন্টুর প্রতিবন্ধকতাকে মেয়ের বাবা-মা খারাপ চোখে দেখেননি, তবে তারা মনে করেন তাদের মেয়েকে বিয়ে করতে হলে মিন্টুর কোনও চাকরি করতে হবে।

আসবার সময় মিন্টু আর তার প্রেমিকা তাদের নিজেদের মোবাইল ফোন বদলে নেয়। মিন্টুর সেই ফোনটায় কথা রেকর্ড করে রাখা যেতো। এরপর থেকে মিন্টুর প্রেমিকা ওদের ফোন কল রেকর্ড করে রাখে। যখন ঐ মেয়েটির খুব মন খারাপ হয় বা মিন্টুকে খুব মনে পড়ে, তখন সে ঐ রেকর্ডগুলো শোনে। মিন্টুর কোনও চাকরি না থাকায় সে বিয়ে বা প্রেম নিয়ে সেভাবে ভাবতে পারছেনা। তার চিন্তা হলো, বিয়ে করলে তার স্ত্রীর দ্বায়িত্ব কে নেবে? তার কাছে টাকা না থাকলে কিভাবে সে তার স্ত্রীর চাওয়া পাওয়া পূরণ করবে? মিন্টু এখন শুধু নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবে। ও আত্মনির্ভরশীল হতে চায়।

পহেলা বৈশাখে ঢাকায় গিয়ে মিন্টুর তোলা প্রেমিকার ছবি। তারা নিজেদের মোবাইল ফোন বদলে নেয়।

Photo by Mintu

Photo by Shehzad Noorani

“

I feel tingly, when my younger cousins who are eight or nine year old, come close to me or sleep next to me on the same bed. I visualize them as grown up men. I feel strange and I don’t know what to do.

আমার ৮/৯ বছরের চাচাতো ভাইরাও যখন আমার সাথে এক বিছানায় ঘুমায়, তখন আমার শরীরে আমি অদ্ভুত এক শিহরণ অনুভব করি। ওদেরকে তখন পরিণত পুরুষ মানুষ বলে কল্পনা করি আমি। আমার খুব অদ্ভুত লাগে আর আমি বুঝতে পারিনা যে তখন আমার কি করা উচিৎ।

”

Twenty-one year old **Neetu** has post-polio syndrome. She can't walk at all and has to crawl on all fours from one place to another. Neither her house, nor the area she lives in, is wheel chair friendly. Regardless of these limitations, she has an active life and does most of the household chores.

Five years back Neetu had a relationship with her maternal cousin and became pregnant from that relationship. She bore the child believing that the cousin will marry her. However, he left her eventually. Neetu gave birth to the child but her mother got rid of the child, with assistance of a midwife. Neetu always carried a baby doll after that incident, pretending that it was her child. .

Neetu wants to have a relationship and get married. However, her mother doesn't want her to get into any relationship, as she thinks that her husband will leave after impregnating her, which will be extra burden for Neetu's parents. Her mother's decision of not letting her get married has made Neetu frustrated. She wants to be with a man now.

Neetu mentions about her present lover, who is a married man. He wants to marry Neetu, as his wife cannot bear children. Neetu says that she will do anything to be with the man. She however says that she doesn't know if she loves him or not, or that whether it is about having someone physically available to fulfil her urges once in a while. Neetu thinks that she is very beautiful. She blames God for making her disabled, and giving her such beauty at the same time.

Photo by Participant

শারীরিক উত্তেজনা নিয়ে বলা এই কথাগুলো একুশ বছরের নিতুর। নিতু হাঁটতে পারে না। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে তাকে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হয়। এমন কি তার বাড়িতে হুইল চেয়ার ব্যবহার করার মত পরিস্থিতিও নেই। শারীরিক এসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সে খুবই কর্মঠ, বাড়ির বেশীরভাগ কাজ সে-ই করে।

পাচঁ বছর আগে এক মামাতো ভাইয়ের সাথে নিতু প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সম্পর্কের্র এক পর্যায়ে সে গর্ভধারণ করে। মামাতো ভাই তাঁকে বিয়ে করবে এই আশায় শিশুটিকে জন্ম দেয় সে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে নিতুর শিশুটিকে মেনে নিতে অস্বীকার করে। নিতু সন্তান জন্ম দিয়েছিলো ঠিকই তবে ধাত্রীর সহায়তায় তার মা বাচ্চাটিকে অন্য কোথাও সরিয়ে দেন। তারপর অনেকদিন সে নিজের বাচ্চা মনে করে সবসময় একটা পুতুলকে কোলে রাখতো।

নিতু এখন প্রেম করতে চায়, বিয়ে করতে চায়। তবে তার মা চান না সে কোনও সম্পর্কে জড়াক। নিতুর মায়ের ধারণা বিয়ে হলেও নিতুর স্বামী এক সময় তাকে ছেড়ে চলে যাবে, উপর থেকে যদি আবার কোন সন্তান আসে তাহলে তা হবে তাদের জন্য আলাদা একটা বোঝা। বিয়ে নিয়ে তার মায়ের এই সিদ্ধান্তে নিতু আরও বেশী হতাশায় ভুগছে।

সে তার জীবনে এখন একজন পুরুষ সঙ্গী চায়। বর্তমান প্রেমিকের প্রসঙ্গ টেনে নিতু বলে, তার প্রেমিক বিবাহিত কিন্তু তবুও সে তাকে বিয়ে করতে চায়। নিতুর প্রেমিকের বর্তমান স্ত্রী সন্তান জন্মদানে অক্ষম বলে তাদের ঘরে কোনও সন্তান নেই এবং সে নিতুর কাছ থেকে একটি সন্তান প্রত্যাশা করে। নিতু এ প্রস্তাবে রাজি, নিজের ভবিষ্যতের কথা না ভেবে প্রেমিক যা চায় সবকিছু করতে প্রস্তুত সে। নিতু জানেনা সে তার প্রেমিককে ভালোবাসে কি না, তবে এই সম্পর্কের্র কারণে সে তার শারীরিক চাহিদা পূরনের একটা উপায় পাচ্ছে যেটা তার কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ। নিতু নিজেকে খুব সুন্দরী মনে করে। সৃষ্টিকর্তার কাছে তার একটাই অভিযোগ, যদি তিনি তাকে প্রতিবন্ধীই বানাবেন তবে এত রূপ দিলেন কেন?

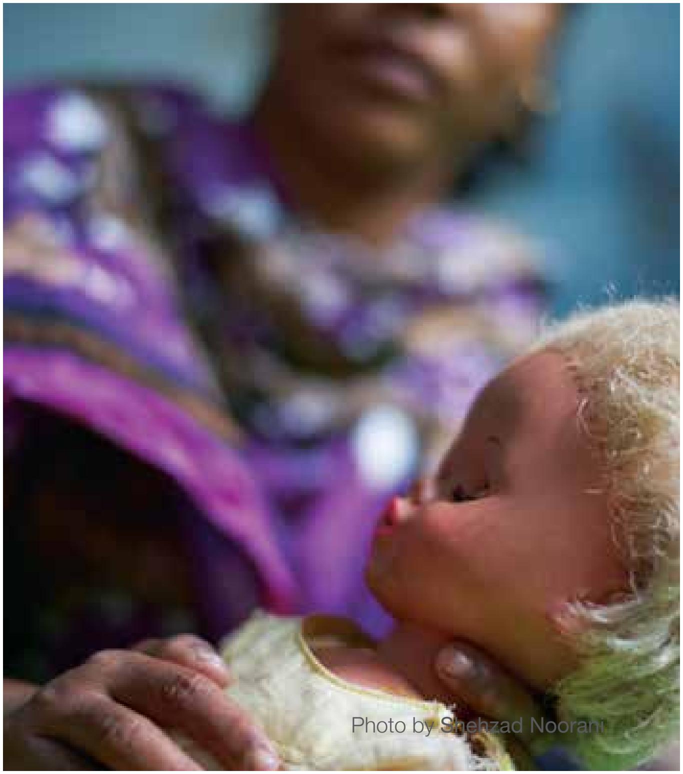

For a long time, Neetu carried a doll with her after she lost her baby.

Photo by Shehzad Noorani

Photo by Neetu

Photo by Neetu

সন্তান হারানোর পর বহুদিন পর্যন্ত নিতু তার সাথে একটি পুতুল রাখতো।

Photo by Shehzad Noorani

"It doesn't matter how you do it (sex). If you give your heart to someone, you don't have to do anything with your body. So, since I love her with my heart, and not with my body, I'm in this for the long run.

আপনি কিভাবে এটা (যৌন সম্পর্ক) করবেন সেটা কোনও ব্যাপার না। আপনি যদি সত্যিই কাউকে আপনার মন থেকে ভালোবাসেন, তাহলে শরীর কোন ব্যাপার না। যেহেতু আমি ওকে আমার মন দিয়ে ভালোবাসি, তাই আমরা একসাথেই থাকব।"

Photo by Nayeem

Twenty-four year old Nayeem has spinal cord injury. Nayeem has been paralyzed waist below and wheelchair bound since the age of fifteen. He was standing in the class, giving a presentation. All of a sudden, he felt a twist in his left ankle. He thought it was a muscle pull, so went and sat on his chair. He was completely paralyzed within seconds. It felt like an earthquake, as Nayeem describes. The heat rose from the left ankle and spread to his right side.

Nayeem goes to a private university now. After months of therapy and adapting to his physical limitations, his spirit stays undaunted. He writes poetry, plays cricket on a wheelchair and moves around his campus 'like a king,' as he describes. With a positive outlook to life, Nayeem talks about his girlfriend, whom he has been dating for more than a year now. They both go to the same university. Nayeem added her on Facebook without knowing her from before. He thought she was cute. They met on the campus, when Nayeem was selling coupons for a department picnic. They became good friends and eventually started dating. Nayeem loves her 'with his heart,' and he thinks that is enough. He has shared about his physical limitations with her. He has to wear a catheter all the time, cannot have an erection, and he won't be able to move freely in bed and will need support during sex. He told her he might never make her sexually happy. However, his girlfriend, resonating Nayeem's sentiments, thinks love transcends physical connections. It's also about the emotional bonding and support. He opines that whatever one does to get sexual pleasure is sex, and it is not only sexual intercourse.

Nayeem is well-aware of how people get surprised at his girlfriend for being in a relationship with a disabled man. He doesn't think that it's only him, a disabled man, who has been lucky to have found her, an able-bodied woman. He thinks that both of them have been fortunate to have found each other and be in each other's lives.

চব্বিশ বছর বয়সের নাঈমের স্পাইনাল কর্ড ইনজুরি আছে। নাঈমের কোমর থেকে নিচের অংশের পুরোটাই প্যারালাইজড। পনের বছর বয়স থেকে নাঈমের সঙ্গী হুইল চেয়ার। একদিন ক্লাসে দাঁড়িয়ে প্রেজেন্টেশন দিচ্ছিলো নাঈম। হুট করে বাম গোড়ালিতে সে মোচড় অনুভব করে। সে ভেবেছিলো হয়তো ওর মাংশপেশীতে টান লেগেছে, একটু বসলেই সেরে যাবে। একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো নাঈম। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার সারা শরীর অবশ হয়ে গেলো। ঐ ঘটনার বর্ননা দিতে গিয়ে নাঈম বলে, মনে হচ্ছিলো ভুমিকম্প হচ্ছে।

নাঈম এখন একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করছে। মাসের পর মাস থেরাপি আর শারীরিক প্রতিবন্ধীতার সাথে নতুন করে খাপ খাওয়ানো, এসব কোনও কিছুই ওর ভেতরকার উদ্দ্যমকে থামাতে পারেনি। সে কবিতা লেখে, হুইলচেয়ারে বসে ক্রিকেট খেলে আর পুরো ক্যাম্পাস দাঁপিয়ে বেড়ায়। জীবনের ইতিবাচক দিকগুলো নিয়ে বলতে গিয়ে নাঈম তার প্রেমিকার কথা বলে যার সঙ্গে ওর সম্পর্কের বয়স এক বছরের বেশী হতে চললো। ওরা দুজনেই একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করছে। মেয়েটির সাথে ওর ফেসবুকে পরিচয়। মেয়েটিকে দেখেই নাঈমের ভালো লেগে যায়। এরপর ক্যাম্পাসে একদিন ডিপার্টমেন্টের পিকনিকের টিকিট বিক্রির সময় নাঈমের সঙ্গে মেয়েটির দেখা হয়। ওরা খুব ভালো বন্ধু হয়ে যায় আর তার কিছুদিন পরই শুরু হয় তাদের প্রেম। মেয়েটিকে নাঈম তার মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসে আর সে মনে করে এটাই যথেষ্ট। শারিরীক কিছু সীমাবধতার বিষয়টি নাঈম তার প্রেমিকাকে জানিয়েছে। যেমন ওকে সবসময় ক্যাথিটার (মূত্রনিষ্কাশনযন্ত্র) পরে থাকতে হয়, ওর কখনও 'ইরেকশন' হবে না, বিছানায় সে অন্যের সাহায্য ছাড়া স্বাধীনভাবে নড়াচড়া করতে পারবেনা ইত্যাদি। মেয়েটিকে সে বলেছে যে সে হয়তো শারীরিকভাবে তাকে কখনোই সুখী করতে পারবে না। নাঈমের কথার সাথে তাল মিলিয়ে তার গার্লফ্রেন্ডও বলে যে, প্রেম মানে তো শুধুই শারীরিক সম্পর্ক নয়। 'প্রেমের বড় একটা অংশ জুড়ে রয়েছে আবেগ ও অনুভূতি'। সে আরও বলে, ভালোবাসা শারীরিক বা অন্যসব বিষয়কে ছাড়িয়ে যাওয়া এক অনুভূতি। নাঈম মনে করে শারীরিক মিলন ছাড়াও অন্য অনেকভাবে যৌনসুখ পাওয়া সম্ভব।

নাঈম আর তার প্রেমিকাকে দেখে মানুষজন যে খুব অবাক হয় তা অবশ্য নাঈমের অজানা নয়। একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী হয়েও প্রেমিকা হিসেবে একজন সক্ষম মানুষকে পেয়েছে বলে নিজেকে সে খুব ভাগ্যবান মনে করে তা কিন্তু নয়। বরং সে মনে করে, তারা একে অপরকে নিজেদের জীবনে পেয়ে দুজনেই সমান ভাগ্যবান।

Photo by Nayeem

Photo by Shehzad Noorani

“

In the last five years, disability has changed so many things in my life. The way I do my chores has changed, my relationships have changed – my boyfriend left me after the accident…the only thing that remained the same are my desires, my dreams, for desires come from within, and not from your body parts. My identity is just not my paralyzed lower body part. I am more than that.

গত পাঁচ বছরে আমার জীবন একেবারে বদলে গেছে, আমার কাজ করার ধরণ বদলেছে, আমার প্রেমিক আমাকে ছেড়ে চলে গেছে, বদলায়নি কেবল আমার মনের স্বপ্ন আর ইচ্ছেগুলো। যে ইচ্ছেগুলো শরীরের নয় মনের। আমার পরিচয় কেবল আমার শরীরের নিচের প্যারালাইজড অংশ নয়, তার বাইরেও আমার একটি আলাদা অস্তিত্ব আছে।

”

Hosna doesn’t want to be defined by her disability

Twenty-three year old Hosna has spinal cord injury. She fell down from the stairs on the day she came back to Dhaka from her village after Eid holidays in 2011. She was admitted in Centre for the Rehabilitation of the Paralysed for almost a month. The lower half of her body was completely paralyzed. Doctors informed her that she will have to use wheel chair for the rest of her life. She couldn't feel when she had to urinate or pass stool. She wouldn't know if she had menstruated or not. It was difficult for her to adapt to the whole process mentally. She says that people around her changed rapidly. Her boyfriend who she was dating for three years, decided to break up with her. She was heartbroken and felt lonely.

Disability has completely changed Hosna's life, as she says, but it didn't change her dreams about life and desires. Hosna is a very romantic person, and is in search for a partner who will understand romance through her lens. Even though Hosna doesn't have any feelings waist below, she doesn't want to limit her possibilities when it comes to sex and sexuality. She wants to explore alternate ways of having pleasure. Her upper body is extra sensitive, as Hosna describes, and thinks that her other senses in her upper body are much more enhanced now, which Hosna thinks will act as an advantage for her in terms of experiencing pleasure.

For a life partner, Hosna will prefer an able-bodied man. She doesn't want to be with a disabled man as she thinks that that will make things more difficult for her. She wants to be with someone who can support her, and whom she can depend on. She thinks that a disabled man might be dependent on her, and she doesn't want that. She thinks that a wheel chair bound man can get an able-bodied woman quite easily in Bangladesh. However, given the patriarchal nature of Bangladeshi society, it is an ambitious expectation for a disabled women to want to be with an able-bodied man.

Hosna doubts if she will ever find a partner who will be willing to shape their relationship according to her needs. She however notes optimistically that there's no harm in wishing and that one should always have a plan B for every situation. If she doesn't find anyone to be with, according to her plan B, she will be on her own and she is perfectly okay with that.

একটি দূর্ঘটনায় স্পাইনাল কর্ডে আঘাত পাবার পর, শারীরিক অক্ষমতা কিভাবে তার জীবনে প্রভাব ফেলেছে বা ফেলেনি সেসব অভিজ্ঞতার কথাই জানাচ্ছিলো তেইশ বছরের হোসনা। বর্তমানে সে একটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্সে অধ্যায়নরত আছে। ২০১১ সালে ঈদের ছুটি শেষে তার গ্রাম থেকে ঢাকায় ফেরে হোসনা। সেদিনই সে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে আহত হয়। প্রায় একমাস সেন্টার ফর দা রিহ্যাবিলিটেশন অফ দা প্যারালাইজড এ চিকিৎসাধীন থাকার পর সে জানতে পারে তার কোমরের নীচের অংশ প্যারালাইজড হয়ে গেছে আর তাতে করে জীবনের বাকি সময়টা তাকে হুইল চেয়ারকে সঙ্গী করে কাটাতে হবে। মল মুত্র ত্যাগ করতে হবে কি না, মাসিক হচ্ছে নাকি হবে সেসবের কিছুই টের পায় না সে। নিজের নতুন শরীরের সাথে মানিয়ে নেয়াটা কোনওভাবেই সহজ ছিল না। তিন বছরের ভালবাসার সম্পর্কের ইতি ঘটালো তার প্রেমিক দূর্ঘটনার পরপরই। এসব কিছু হোসনার জন্য ভীষণ কষ্টকর ছিল। তবে সব পরিস্থিতিতেই এখন নিজেকে সামলে নিতে শিখেছে সে।

অক্ষমতা হোসনার জীবনের হিসেবকে একেবারে বদলে দিয়েছে, তবে এটা তার স্বপ্ন আর ইচ্ছেগুলোকে বদলাতে পারেনি বলে জানায় সে। সে এমন একজন মানুষ খুঁজছে যে তার মতো করে তাকে ভালবাসবে। প্যারালিইসিস হবার কারনে হয়তো তথাকথিত যৌন সম্পর্ক করা তার জন্য কঠিন হবে, কিন্তু তাই বলে নিজেকে বঞ্চিত করতে চায় না সে। শারীরিক সম্পর্কের সন্তুষ্টির অন্য উপায় খুঁজে বের করতে চায় সে। শরীরের নিচের অংশে কিছু অনুভব না করলেও উপরের অংশ বেশ সংবেদনশীল হোসনার যেটাকে সে তার যৌন তৃপ্তির জন্য ব্যবহার করতে পারে বলে তার বিশ্বাস। তবে গর্ভধারণ করা হয়তো সম্ভব হবে না তার জন্য কখনই, এই সত্য মেনে নিয়েছে হোসনা।

জীবন সঙ্গী হিসেবে হোসনা একজন শারীরিকভাবে সক্ষম পুরুষ চান। তিনি মনে করেন, তার সঙ্গীও প্রতিবন্ধী হলে সেটা তাদের দুজনের জীবনকেই অনেক জটিল করে তুলবে। হোসনা বলেন, আমাদের সমাজে হুইল চেয়ারে বসা একটি ছেলের জন্য সক্ষম মেয়ে পাওয়া কঠিন কিছু নয়, সে ক্ষেত্রে কেউ একবার ভাবেও না যে এটা মাত্রাতিরিক্ত চাওয়া। আর একটা প্রতিবন্ধী মেয়ের বেলায় সে যদি একজন সক্ষম পুরুষ জীবনসঙ্গী চায় সেটাকে সমাজ উচ্চাকাঙ্খা বলে ধরে নেয়।

হোসনা জানে না সে আদৌ এমন জীবনসঙ্গী খুঁজে পাবে কি না যে তাকে আর তার প্রয়োজনটাকে বুঝবে। তবে তার মতে জীবনের কাছে চাইতে তো আর কোনও ক্ষতি নেই। হোসনা মনে করে, সবারই উচিত সব ধরণের পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকা, সুতরাং জীবন সঙ্গী হিসেবে তেমন কাউকে না পেলে সেক্ষেত্রে একা থাকতেও হোসনার কোন সমস্যা নেই।

Photo by Hosna

হোসনা চায়না তাকে কেও তার প্রতিবন্ধীতা দ্বারা জানুক।

Photo by Shehzad Noorani

Well, I get good feelings when I see a girl in this way and that… you now girls in hot dance moves... less clothes... busty.

ছোট ছোট কাপড় পড়ে যখন মেয়েরা নাচে, যেসব মেয়েদের বড় ব্রেস্ট আছে তাদের দেখতে আমার খুব ভাল লাগে।

Photo by Shehzad Noorani

Thirty-three year old **Redwan** has congenital band syndrome. He was born with club foot—a deformed leg. Chronic pain was his constant company while growing up. He couldn't walk properly, neither did he run or play like other children. He felt that he looked different at the age of six. But, his mother asked him not to worry about how he looked when he was a child. At the age of sixteen, Redwan decided to amputate his crooked leg and get a prosthetic leg. Redwan believes amputating his leg was the best decision. He feels better and more confident after the amputation, as he doesn't have any more pain, can walk straight, and do different kinds of exercises, which he couldn't do before.

As a teenager, Redwan studied both in Bangladesh and abroad. He reminisces the time when he lived abroad. He lived in a dormitory with boys his age, from different nationalities. He went to a school for disabled children and youth. Redwan thinks living abroad has made him independent and brave. Currently, he is employed and works in human resource section of a company. He enjoys his working environment, but feels infuriated when his coworkers ask him about when he wants to get married. His father, with whom Redwan is very close to, asked him not to pay any heed to such enquiries. Redwan sees his father as an idol. During his adolescence and growing up, it was Redwan's father who gave him the 'sex talk.' He even got Redwan adult magazines and movies. They talk about relationships and what it might be like having a girlfriend and being married.

Redwan is currently single. However, he dated a girl for few months—a girl whom his parents had introduced with the prospects of an arranged marriage. However, it didn't work out between them. According to Redwan, the girl was 'controlling' and overbearing. She constantly compared Redwan to other men, men who were able-bodied. She made him watch porn movies, to set an example of how he should have sex after their marriage. She was insecure whether he can perform sexually due to his disability. Redwan however grew uncomfortable and wary of this relationship. He broke it off. He felt relieved after the break-up. She was the first girl Redwan has ever been with romantically. He thinks he is more confident after being with her. Before, he used to stammer and become nervous while talking to a girl, which doesn't happen anymore. Redwan takes this as a positive lesson in life.

তেত্রিশ বছর বয়সী রেদওয়ানের কনজেনিটাল ব্যান্ড সিনড্রোম আছে। তার জন্ম হয়েছে ক্লাব ফুট নিয়ে (এমন পা যার পাতা বাঁকা থাকে, মেঝেতে সমানভাবে বসে না)। সার্বক্ষণিক এক কঠিন, দীর্ঘস্থায়ী ব্যাথা ছিলো তার বেড়ে ওঠার সঙ্গী। অন্য বাচ্চাদের মত দৌড়োনো বা খেলা তো দূরের কথা, তিনি ঠিকমত হাঁটতেও পারতেন না। ছয় বছর বয়সে তিনি প্রথম অনুভব করেন যে অন্যদের থেকে তিনি আলাদা। কিন্তু ছেলেবেলায় এসব নিয়ে ভাবতে তার মা তাকে বারণ করতেন। ষোল বছর বয়সে রেদওয়ান তার সেই বাঁকা পা কেটে ফেলে কৃত্রিম পা লাগানোর সিদ্ধান্ত নেন। সেটা তার জীবনের সব থেকে ভালো সিদ্ধান্ত ছিলো বলে তিনি বিশ্বাস করেন। কৃত্রিম পা লাগানোর পর থেকে তিনি অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন বলে তার নিজের ধারণা। এখন তার পায়ে আর সেই ব্যাথা নেই, তিনি সোজা দাঁড়িয়ে হাঁটতে পারেন।

বয়ঃসন্ধিতে রেদওয়ান বাংলাদেশ ও বিদেশ দু জায়গাতেই পড়েছেন। বিদেশে থাকার সময়কার স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, সমবয়সী ছেলেদের সাথে তিনি একটা ডর্মেটরিতে থাকতেন। সেখানে বিভিন্ন দেশের ছেলেরা ছিলো। প্রতিবন্ধী শিশু ও যুবদের জন্য গড়ে ওঠা এক স্কুলে রেদওয়ান পড়াশুনো করেছে। তার ধারনা, দেশের বাইরে থাকায় তিনি সাহসী ও আত্মনির্ভরশীল হয়েছেন। তার কাজের জায়গাটুকু তিনি বেশ পছন্দ করেন। তবে অফিসের অন্যান্য সহকর্মীরা যখন জিজ্ঞেস করেন যে তিনি কবে বিয়ে করবেন তখন একটু ইতস্ততবোধ করেন। রেদওয়ানের সবচেয়ে কাছের বন্ধু হলো তার বাবা। বাবাকে তিনি তার আদর্শ হিসেবে দেখেন।

কৈশোরে রেদওয়ানের বাবা তাকে সেক্স এডুকেশন দিতেন, এমনকি এডাল্ট ম্যাগাজিন, মুভিও দিতেন। প্রেম-বিয়ে, সম্পর্ক এসব নিয়ে তাদের ভেতর কথা হতো। রেদওয়ানের ভেতর একজন শক্ত মানুষের ভিত গড়বার কৃতিত্বটা তিনি তার বাবাকে দেন।

বর্তমানে রেদওয়ান সিঙ্গেল। যদিও, মাস খানেক আগে এক মেয়ের সাথে সম্পর্ক ছিলো তার। তার বাবা-মাই তার সাথে মেয়েটির পরিচয় করিয়ে দেন। ওদের পরিকল্পনা ছিলো পারিবারিক সম্মতিতে বিয়ে করার। তবে রেদওয়ানের মতে মেয়েটি সবসময় তাকে ‘কন্ট্রোল’ করার চেষ্টা করতো আর সবসময় শারীরিকভাবে সক্ষম পুরুষদের সাথে ওর তুলনা করতো। বিয়ের পর কিভাবে শারীরিক সম্পর্ক করতে হবে সেটা বোঝাতে মেয়েটি রেদওয়ানকে পর্ন দেখাতো। রেদওয়ানের শারীরিক অক্ষমতার জন্য সে যদি শারীরিক মিলনে সক্ষম না হয় মেয়েটি এই ভয়ে থাকতো। একসময় এই সম্পর্কটা নিয়ে রেদওয়ানের ভেতর অস্বস্তি তৈরি হয়। সম্পর্কটি তিনি ভেঙ্গে ফেলেন। এই সম্পর্ক ভাঙ্গার পর তার নিজেকে এখন অনেক হালকা মনে হয়। মেয়েটি রেদওয়ানের জীবনের প্রথম মেয়ে যার সঙ্গে তার এমন প্রেমের সম্পর্ক হয়েছে। তবে এখন নিজেকে আরও বেশী আত্মবিশ্বাসী মনে করেন তিনি। আগে কোনও মেয়ের সাথে কথাবার্তা বলতে গেলে কিভাবে কি বলবেন সেটা বুঝে উঠতে পারতেন না। তাই এক প্রকার মানসিক চাপ কাজ করতো, এখন আর তেমনটা হয় না। এই পুরো ঘটনাটিকে জীবনের ইতিবাচক শিক্ষা হিসেবেই দেখেন রেদওয়ান।

Photo by Shehzad Noorani

Photo by Shehzad Noorani

“I don’t want to get married. But I think it’s important to have some kind of romance in life. I talk to my boy friend through phone every night and after I hang up, I fantasize about him. I imagine my pillow to be him and kiss it.

আমি বিয়ে করতে চাইনা। তবে জীবনে প্রেম-ভালোবাসা থাকা দরকার। প্রতি রাতে আমার ছেলেবন্ধুর সাথে কথা বলা শেষ হলে, ওকে নিয়ে আমি অনেক কিছু কল্পনা করি। বালিশটাকে তাকে মনে করে আদর করি।”

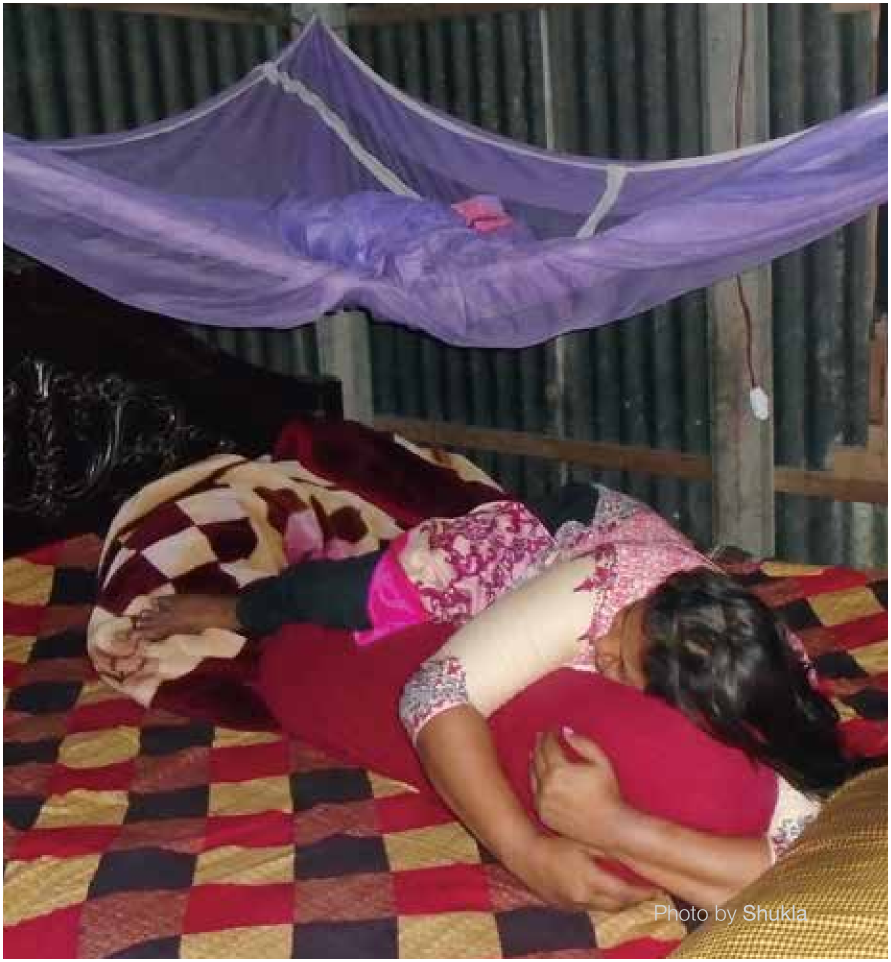
Photo by Shukla

Thirty-year old **Shukla** has post polio syndrome. She works with disabled children. Shukla is open to romance, but doesn't want to get married. She says that she doesn't trust men. She prefers having casual romance and doesn't want to commit, as she is not sure about how a man would treat her after he marries her. Shukla thinks that a man can never fully embrace a disabled women to be his partner. They would feel ashamed to be seen in public with a wife who cannot walk properly, according to Shukla.

She also mentioned that she lost interest from marriage, when she saw how able-bodied women are treated in marriage. She thinks it is impractical that a disabled woman will ever be in a relationship that is solely based on love and feelings, and not how she looks, or is capable of doing. Women are seen as machines to produce babies. Men leave their wife for other women, and Shukla doesn't want such drama or complication in her life.

She wants respect in every relationship and doesn't want to be pitied. She knows a man whom she connected over social media. They have been having romantic conversations over phone for last two years, but have never met each other. Shukla likes to hold the pillow when she talks to this man over the phone. She does not support the idea of having sexual relationship before marriage even though she feels that the main objective of being in a relationship is to have pleasure, and that does not always have to be sexual intercourse. Talking to someone, having romantic conversation and fantasizing can also be pleasurable, says Shukla. She fantasizes a lot about her boyfriend. The fact that they have never seen each other, makes her fantasies more exciting to her.

ত্রিশ বছরের শুক্লা, প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রশিক্ষক হিসেবে কমর্রত আছেন। শুক্লার পোস্ট পোলিও সিনড্রম আছে। প্রেমের আপত্তি নেই তার, তবে বিয়েতে আছে। তিনি পুরুষদের বিশ্বাস করেন না। বিয়ের পর স্বামী তার সাথে কেমন না কেমন আচরণ করে, তাই বিয়ে আর প্রেমের ভেতর, প্রেমটাকেই বেছে নিয়েছেন। তিনি বলেন, একজন প্রতিবন্ধী মেয়েকে অনেক কারনেই একজন পুরুষ বিয়ে করতে পারে। তবে একেবারে উদার মনে কখনোই তাকে গ্রহণ করত পারে না। তিনি আরও জানান, শারিরিকভাবে সক্ষম বিবাহিত মেয়েদের প্রতি তাদের স্বামী বা পরিবারের আচরণ দেখে বিয়ের উপর তিনি আগ্রহ হারিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন যে, শারীরিকভাবে সক্ষম কিন্তু গরীব নারীরাও অনেক অবহেলার শিকার হন। আর সেখানে শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী একজন মানুষ হয়ে এ সমাজে শুধু ভালোবাসার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে এমন সম্পকের্র কথা আশাই করা যায় না। নারীদেরকে শুধুমাত্র সন্তান উৎপাদনের কারখানা বলে মনে করে সবাই। একজন স্বামী অন্য একজন নারীর জন্য তার স্ত্রীকে ছেড়ে যেতে দ্বিধাবোধ করেনা। এমন জটিলতা শুক্লা তার জীবনে চান না।

প্রতিটি সম্পর্কেই তিনি সম্মান চান, কারও করুনা নয়। শুক্লার একজন ছেলে বন্ধু আছে যার সঙ্গে তার পরিচয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। গত দু'বছর ধরে তাঁরা ফোনে কথা বলেন তবে তাদের দেখা হয়নি কখনও। তার কখনও কারও সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক হয়নি। বিয়ের আগে বা বিয়ে ছাড়া শারীরিক সম্পর্ক নিয়ে সমাজ খুব রক্ষনশীল। তিনি নিজেও বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্ককে সমর্থন করেন না। শুক্লা বলেন, ভালোবাসার মূল উদ্দেশ্য হলো ভালো থাকা, তার জন্য যে শারীরিক সম্পর্ক হতেই হবে এমন নয়। কারও সাথে কথা বলা, তাকে নিয়ে কল্পনা করার মধ্যেও অনেক সুখ আছে। এই যে তিনি তার ছেলে বন্ধুকে কখনও দেখেননি এর একটা বড় সুবিধে হলো তিনি তাকে নিয়ে ইচ্ছেমত কল্পনার জগতে ডুব দিতে পারেন।

Shukla in her day to day life.

দৈনন্দিন জীবনে শুক্লা।

Photo by Shehzad Noorani

“Normal people are more in number. That’s why they are better to look at, because you see them all the time. And you see me rarely. And people like me also go out very less. But normal people are always there—so when you see something more in number, that becomes normal, and that’s what you find nice to look at.

আমাদের আশেপাশে তো বেশির ভাগই সুস্থ মানুষ। প্রায় সবসময়ই আমরা তাদেরকে দেখেই অভ্যস্ত। আর এই যে আমি, আমার মত কাউকে কিন্তু আপনি সচরাচর দেখতে পান না। কারণ আমার মত মানুষেরা খুব কমই বাইরে বেরোয় ।তার মানে হল- কোন কিছুকে আপনি যখন সংখ্যায় বেশী দেখেন তখন সেটা আপনার কাছে স্বাভাবিক হয়ে যায়, আর সেটা দেখতেও ভালো লাগে।”

Photo by Binoy

Binoy thought of his wife’s back when asked what he found desirable.

Binoy is a thirty-five year old teacher, who works with mentally and physically disabled children in Manikganj. He has post-polio syndrome, for which his legs are paralyzed and has to use crutches to walk. Binoy recounts his childhood, which according to him, was filled with love and joy. He is still very close to two of his best friends from his childhood. Two girls from the neighborhood, whom Binoy regards as his own sisters, took him to school when he was younger and couldn't use a stick to walk. When his younger brother grew up, he took Binoy to school on a bicycle, and even now, he is always around to help Binoy out in daily life.

As an adolescent, Binoy felt that he was different than others. He couldn't run like other boys, and he stayed inside the classroom. His parents regularly took him to the doctor, which also made Binoy feel that he wasn't like others around him. While growing up, he didn't mix with other boys and girls his age. A boy in the eighth grade called him '*langra*' once. He used to be alert in case someone else also called him names such as '*langra*' or '*bango*'. But, when Binoy was in the tenth grade, he became a 'letter-writer.' He made friends by writing letters. He drafted out love letters for lovers in the class. Binoy too, wrote a letter for a girl he liked. He asked the office assistant in his school to deliver the letter to the girl. However, Binoy never had relationship with the girl, as soon after, she left for India.

Binoy has been married for almost nine years. He has a daughter now. He always wanted to marry someone who is educated. Binoy's wife works in an NGO, for which he looks forward to Fridays the most, during the week, as he gets to spend an entire day with his wife properly. After helping her out with cooking, and then eating and watching TV together, Binoy and his wife go to the nearby field in evenings, and spend some relaxing time there. Binoy says he immensely enjoys his 'simple life.'

However, Binoy doesn't like to go out all the time. He often feels conscious of his body in the public. When he sees other men in motorbikes, with their wives or girlfriends riding with them, Binoy feels sad, and wishes of taking his wife around on a bike, like other men. He also often feels insecure when his wife is out late, and he cannot go out or be there to bring her home, for example in winters, when the days are shorter and her offices end later in the evenings. Binoy loves his wife a lot, and feels very loved and supported by his wife too.

পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী বিনয় পেশায় একজন শিক্ষক। তিনি মানিকগঞ্জে শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী শিশুদের একটি কেন্দ্রে শিক্ষকতা করে থাকেন। পোস্ট-পোলিও সিন্ড্রোমের কারনে তার পা প্যারালাইজড হয়ে গেছে। তাই হাঁটা চলা করতে বিনয়কে ক্রাচের সাহায্য নিতে হয়। শৈশবের স্মৃতিচারণ করে বিনয় বলেন, তার শৈশব ছিল আনন্দ আর ভালোবাসায় পরিপূর্ণ । ছেলেবেলার দুজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে তার এখনও যোগাযোগ আছে । ছোটবেলায় বিনয় যখন হাঁটতে পারতেন না তখন প্রতিবেশী দুজন মেয়ে তাকে স্কুলে আনা নেওয়া করতেন। মেয়ে দুজনকে বিনয় আপন বোনের মত শ্রদ্ধা করেন। বিনয়ের ছোট ভাই যখন একটু বড় হয় তখন সেই সাইকেলে করে বিনয়কে স্কুলে নিয়ে যাওয়া শুরু করলেন, এমনকি রোজকার কাজে এখনও তিনি বিনয়কে সাহায্য করেন।

বয়ঃসন্ধিকালে বিনয় বুঝতে পারেন যে আর দশজনের থেকে তিনি আলাদা। অন্য সব ছেলেদের মত তিনি দৌড়াতে পারেন না, সারাক্ষণ তাকে ক্লাস রুমের ভেতর বসে থাকতে হয়। তার বাবা-মা প্রায়ই তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতেন। আর তাতে করে তিনি যে চারপাশের বাকি মানুষগুলোর মত নয়, এই ধারনা ভেতরে আরও জেঁকে বসতে লাগলো। বেড়ে ওঠার সে সময়টুকুতে সমবয়সী ছেলে মেয়েদের সাথে মেশা হয়নি বিনয়ের। ৮ম শ্রেনীতে পড়ুয়া এক ছেলে একবার তাকে ল্যাঙ্গড়া বলে ডাকে। এরপর থেকে তিনি সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকতেন।

দশম শ্রেনীতে পড়ার সময় বিনয় ক্লাসের ‘পত্র লেখক’ হয়ে ওঠেন। ক্লাসের বাকি ছেলেদের জন্য তিনি প্রেমপত্র লিখে দিতেন, আর এই প্রেমপত্র লেখার সূত্র ধরে কিছু ছেলেদের সঙ্গে বিনয়ের বন্ধুত্ব হয়ে যায়। বিনয় নিজেও তার পছন্দের এক মেয়ের জন্য একটি প্রেমপত্র লিখেছিলেন। তার স্কুলের কেরানীকে তিনি চিঠিটি ঐ মেয়ের হাতে পৌঁছে দিতে অনুরোধ করেন। যদিও এর কিছুদিন পর মেয়েটি ভারত চলে যায়, বিনয়ের সঙ্গে মেয়েটির কোনও সম্পর্কই গড়ে উঠতে পারেনি।

বিনয়ের বিয়ে হয়েছে প্রায় নয় বছর হলো। তার ঘরে এখন একটি কন্যা

সন্তান আছে। সে সব সময় চেয়েছিলো শিক্ষিত এবং ভালো লেখাপড়া জানা কাউকে বিয়ে করতে। বিনয়ের স্ত্রী একটি এনজিও তে কাজ করেন। স্ত্রীর সঙ্গে সেভাবে সময় কাটানো হয়না তার । আর তাই শুক্রবারের ছুটির দিনটার জন্য মুখিয়ে থাকেন বিনয়, তাতে করে কিছুটা সময় নিজেদের মত করে কাটানো যায়। একসঙ্গে রান্না করা, খাবার খাওয়া আর টিভি দেখার পর্ব শেষ হলে সন্ধ্যেবেলা বিনয় ও তার স্ত্রী মাঠে বেড়াতে যান। বিনয় তার এই সরল জীবনটাকে খুবই উপভোগ করেন।

সবসময় বাইরে যেতে তার ততোটা ভাল লাগেনা। বাইরে বেরোলে নিজের শরীরটাকে নিয়ে আরও বেশী সচেতন হয়ে যান বিনয়। যখন দেখেন, অন্য পুরুষেরা বাইকের পেছনে করে তার স্ত্রী অথবা বান্ধবী নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন খুব খারাপ লাগে তার। তখন তার মনে হয় তিনিও যদি তার স্ত্রীকে নিয়ে ওভাবে ঘুরতে পারতেন!

মাঝে মাঝে বিনয় স্ত্রীর বাড়ি ফিরতে দেরী হলে খুব দুশ্চিন্তায় পড়ে যান, এই যেমন শীতকালে। তখন দিন ছোট থাকে আর অফিস শেষ হয় সেই রাতে, তার পক্ষে অফিস গিয়ে স্ত্রীকে বাড়ি আনা সম্ভব হয়ে ওঠে না। বিনয় তার স্ত্রীকে অনেক ভালবাসেন, এবং তার স্ত্রীর থেকেও তিনি যথেষ্ট সহযোগিতা ও ভালোবাসা পান বলেই তিনি মনে করেন।

বিনয়কে যখন প্রশ্ন করা হয় যৌন আবেদন নিয়ে, বিনয় উত্তর দেন 'আমার স্ত্রীর পিঠ'।

Photo by Shehzad Noorani

“Disabled girls should not go an extra mile only to be with a man, or make a man happy.

শুধুমাত্র শারীরিক প্রতিবন্ধী বলে কোন পুরুষকে পাবার জন্য বা তাকে খুশি রাখার জন্য কোন মেয়েরই বাড়তি কোন চেষ্টা করা উচিত নয়।”

Photo by Shehzad Noorani

Forty-year old **Ayesha** has post-polio syndrome. She works at a disability organization that works with disabled girls, and for their rights and care. Ayesha thinks that her disability has made her stronger and more independent. She jokingly states that if she weren't disabled, she would have got married and had children by now.

She recounts her experience with her first boyfriend. Idealistic and young, both of them wanted to work for society and bring positive change. They became good friends, and eventually got in a relationship. Her disability wasn't a factor, either to her or her boyfriend, she says. But it became a factor, when marriage came into the scene, and the boyfriend's family was not accepting of Ayesha. Ayesha now realizes that marriage should have never been a priority at that point in her life anyway, as she was twenty year old.

Ayesha mentioned that she has never stayed in lasting relationships and that in all of these cases, she was the one who broke off the relationships. She couldn't trust her boyfriends or men in general and thought that the men she was with, will end up belittling her at some point in life, because of her disability. Ayesha admits that she expects a lot from men, for which she couldn't settle with anyone, and never found anyone who she could trust. She says that she is happy on her own.

She recounts sexual experience with one of her boyfriends, which wasn't pleasurable at all, due to lack of sensitivity and communication from the boyfriend's side. Ayesha has incontinence (loss of bladder control). She also cannot lie on her back. Due to these factors, certain sexual positions are not comfortable or possible for her. Ayesha thinks men in general need to do their homework before they have sex. She got to know about foreplay and sex as she read English novels when she was younger, for which she has several romantic expectations from men.

Ayesha cannot even think of being in a compromising relationship, where she will have to let go of her ideologies. She thinks that a man should not be the center of one's life - a message she wants every woman (disabled or able-bodied) to understand.

Photo by Ayesha

শৈশবে পোলিও হবার পর থেকেই আয়েশা হুইল চেয়ার ব্যবহার করেন। প্রতিবন্ধী মেয়েদের অধিকার আদায় ও সেবা প্রদানের কাজ করে থাকে এমন একটি প্রতিষ্ঠানে তিনি কাজ করছেন। শারীরিক অক্ষমতাই তাকে আরও আত্মনির্ভরশীল হতে শিখিয়েছে বলে তিনি মনে করেন। আয়েশা ঠাট্টা করে বলেন যে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা না থাকলে এতদিনে তার বিয়ে, সংসার, সন্তান এসব হয়ে যেত!

প্রথম প্রেমিকের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, তারা দুজনেই সমাজ বদলের জন্য কাজ করতে চাইতেন । দুজন বেশ ভালো বন্ধু ছিলেন এবং সে বন্ধুত্ব প্রেমের সম্পর্কে গড়ায়। শুরুতে তার বা তার প্রেমিকের কাছে আয়েশার প্রতিবন্ধী হওয়াটা কোন বড় ব্যাপার ছিল না। কিন্তু যখন বিয়ের কথা উঠল তখন এই প্রতিবন্ধী হবার বিষয়টিই সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসেবে দেখা দিল। ছেলের পরিবার কিছুতেই আয়েশাকে মানতে চাইছিলো না। মাত্র বিশ বছরের আয়েশা উপলব্ধি করলেন বিয়েটা আসলে কখনই তার জীবনের মুখ্য বিষয় নয়।

দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্কে আয়েশা কখনও জড়াননি। প্রতিবার তিনি নিজেই সম্পর্ক ভেঙ্গেছেন। পুরুষদের ঠিক বিশ্বাস করতে পারেন না তিনি। তার ধারণা জীবনের কোনও এক সময়ে তার সঙ্গী তাকে তার প্রতিবন্ধীতার কারণে ছোট করে দেখতে পারেন। ধোঁকা দিতে পারেন। আয়েশার মতে, তিনি এমন কাউকে পাননি যার উপর ভরসা করা যায়। আর তেমন কাউকে পাননি বলে তিনি বিয়েও করেননি। তার মতে, তিনি এখন যেমন আছেন সেভাবেই ভালো আছেন।

প্রথম প্রেমিকের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের ব্যাপারটা তার কাছে একেবারেই সুখকর ছিলো না। প্রেমিকের সঙ্গে তার বোঝাপড়ার সমস্যাই এক্ষেত্রে দায়ী বলে মনে করেন তিনি। আয়েশার ইনকন্টিনেন্স (মূত্রথলির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারানো) আছে, তিনি চিত হয়ে শুতে পারেন না। তাই সব পজিশনে শারীরিক সম্পর্ক করা তার জন্য সম্ভব হয় না। তার মতে, একজন প্রতিবন্ধী নারীর সাথে শারীরিক সম্পর্ক করার আগে প্রত্যেক পুরুষের উচিত তার সুবিধা অসুবিধাগুলো বোঝার চেষ্টা করা। কৈশোরে রোমান্স ও শারীরিক সম্পর্ক নিয়ে অনেক ইংরেজি উপন্যাস পড়েছেন তিনি আর তাই এ নিয়ে তার সঙ্গীর কাছে চাওয়াটাও বেশি ছিল বলে তিনি মনে করেন।

আয়েশা সমতা আর অধিকার নিয়ে কাজ করেন। শুধুমাত্র একটা সম্পর্কের জন্য নিজের আদর্শের সঙ্গে আপোষ করতে তিনি নারাজ। শুধুমাত্র একজন পুরুষ মানুষকেই কেন্দ্র করে যেন নারীর পৃথিবী গড়ে না ওঠে, প্রতিটি মেয়ের কাছে (শারিরিকভাবে প্রতিবন্ধী বা সক্ষম) আয়েশা এই একটি কথাই পৌছে দিতে চান।

Ayesha takes picture of her own room- a space of her own to enjoy a sense of privacy.

নিজের ঘরে তোলা আয়েশার ছবি, যেখানে সে নিজের একান্ত কিছু সময় কাটাতে পারে।

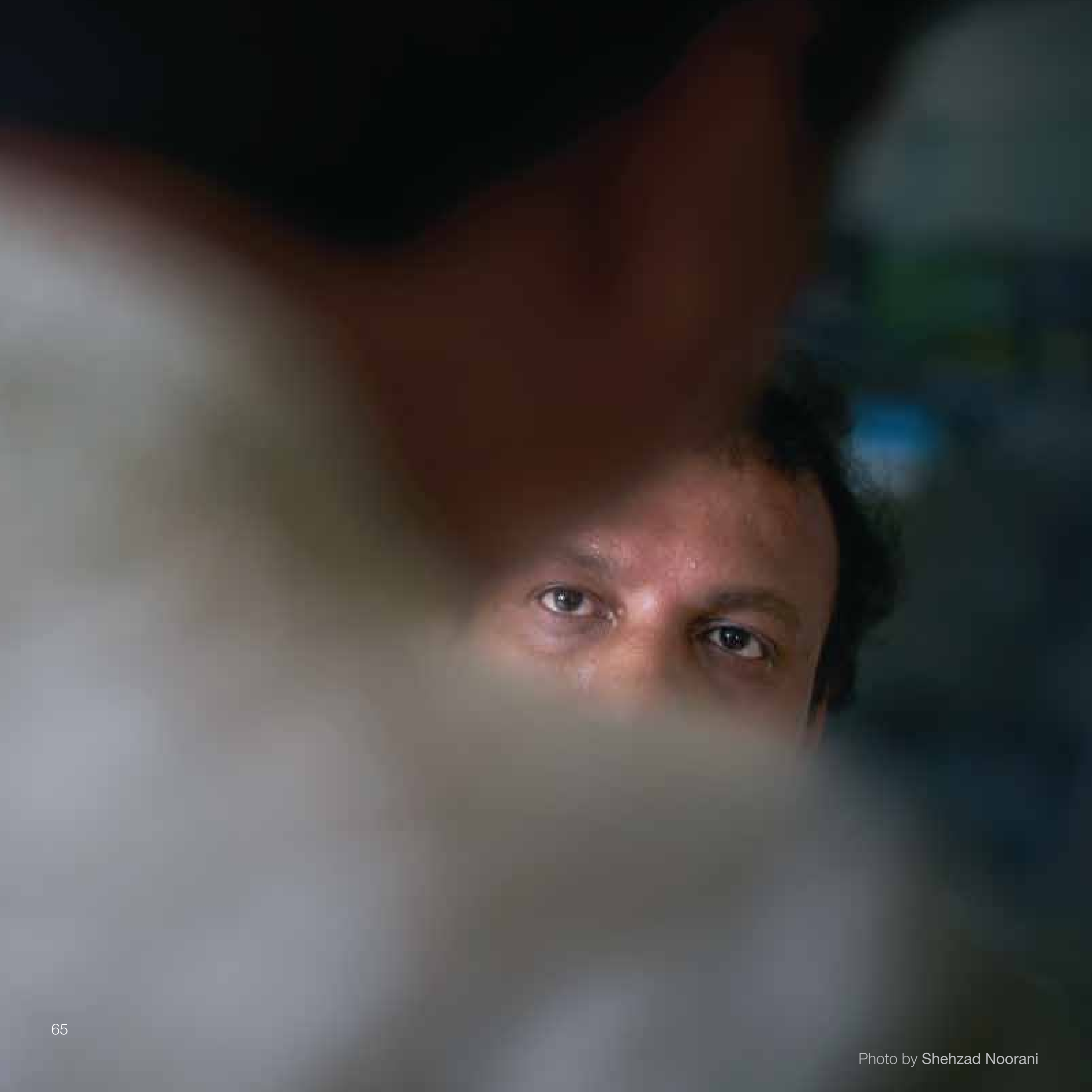

Photo by Shehzad Noorani

Her touch gave me a lot of peace. That's when I felt that she is mine. I felt great by touching her. Maybe I cannot satisfy her needs completely… but I try.

ওর ছোঁয়ায় আমি অনেক শান্তি খুঁজে পাই। তখন আমার মনে হয় ও শুধুই আমার। ও আমার কাছে থাকলে আমার খুব ভালো লাগে। হয়তো আমি ওর সব চাহিদা পুরোপুরি মেটাতে পারিনা... তবে আমি চেষ্টা করি।

Forty-year old Romel works in an organization that works for the health and rights of disabled people. Romel was born without any arm. Ever since childhood, Romel has been close to his mother, and depended mostly on her for support. It was his mother who took care of him as a child—bathing, feeding, helping with bathroom and maintaining hygiene. As an adolescent, Romel however started to feel embarrassed to be taken care by his mother, especially in matters of personal hygiene. His mother understood that too, for which she kept a male care taker for Romel when he was fifteen year old.

As a teenager, Romel remembers that he had, what he describes as, intense sexual desires. Since he didn't have his two arms, he often used his legs to masturbate. 'My legs are very flexible, and they can move quite up. If you ask me to pluck out a white hair from someone's head, I can do that too with my legs,' Romel states.

It took him a long time to find a partner, as no one wanted to arrange a marriage for their daughter with Romel. However, it has been two years now that Romel has been married. His wife takes care and supports Romel in doing day-to-day activity. Romel thinks he couldn't have continued doing his work if it weren't for her. He, however, thinks that sometimes he cannot sexually satisfy her. For not being able to support his body properly or position himself optimally during sex, he thinks he cannot master enough strength during intercourse. He thinks men who have arms have an advantage and are better at sex. His wife supports his body during sex.

Romel thinks women look at disabled men differently. They only see the disability, and overlook their identity as a man. As a result, they end up feeling only sympathy for them. This attitude can be debilitating for any disabled man.

চল্লিশ বছর বয়সী রোমেল, প্রতিবন্ধীদের স্বাস্থ্য ও অধিকার নিয়ে কাজ করে এমন একটি সংগঠনে কমর্রত আছেন। রোমেলের জন্ম থেকেই দুটি হাত নেই। সেই ছোট থেকেই রোমেলের সবচেয়ে কাছের মানুষটি হলেন তার মা। যে কোনও সাহায্যের জন্য মা-ই এখনও রোমেলের একমাত্র ভরসা। খাওয়ানো, গোসল করানো, বাথরুমের পর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া ছোটবেলায় এসবই করতেন রোমেলের মা। বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছানোর পর এই নিত্যদিনের ব্যাপারগুলো নিয়ে রোমেলের ভেতর এক ধরণের অস্বস্তি কাজ করা শুরু করে। তার মা তখন তা বুঝতে পেরে ছেলের দেখভালের জন্য একজন কাজের ছেলে রাখলেন। রোমেলের বয়স তখন মাত্র পনের।

কৈশোরের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে রোমেল জানান, ঐ সময়টায় তার অনেক যৌনোত্তেজনা হতো। যেহেতু তার হাত ছিলোনা, তাই মাস্টারবেট করার জন্য সে তার পা ব্যবহার করতো। রোমেল বলেন "আমার পা অনেক ফ্লেক্সিবল। পা দুটোকে আমি অনেকদূর পর্যন্ত ওঠাতে পারি। আমাকে যদি কেউ বলে তবে আমি পা দিয়ে তার মাথা থেকে সাদা চুলও তুলে দিতে পারব।"

হাত না থাকার কারণে কেউই রোমেলকে বিয়ে করতে চাইতোনা, জীবনসঙ্গী খুঁজে পেতে অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে তাকে। রোমেলের বিয়ের দু'বছর হয়ে গেছে। রোজকার কাজে রোমেলের স্ত্রী তাকে সাহায্য ও দেখভাল করে। স্ত্রী না থাকলে রোমেলের পক্ষে এভাবে কাজ চালানো সম্ভব হতো না বলে তিনি মনে করেন। যদিও তার ধারনা তিনি প্রায়ই স্ত্রীকে শারীরিকভাবে সুখী করতে পারেন না। হাত দুটি না থাকায় শারীরিক সম্পর্কের সময় শরীরকে ব্যালেন্স করতে তার অসুবিধে হয় আর সে কারণে তিনি শারীরিক মিলনের সময় নিজের পুরোটুকু দিতে পারেন না বলে মনে করেন। তিনি মনে করেন যেসব পুরুষদের দুটো হাত আছে, শারীরিক সম্পর্কের সময় তারা আলাদা কিছু সুবিধা ভোগ করেন। তবে শারীরিক সম্পর্কের সময় স্ত্রী তাকে সহযোগিতা করেন।

রোমেল মনে করে নারীরা শারীরিক প্রতিবন্ধী পুরুষদের অন্যভাবে দেখে। তাদের কাছে পুরুষের চেয়ে প্রতিবন্ধী পরিচয়টিই বড় হয়ে দেখা দেয়। প্রতিবন্ধী পুরুষদের জন্য থাকে কেবল সহানুভূতি। এ ধরনের মনোভাব যে কোন প্রতিবন্ধী পুরুষের জন্যই নেতিবাচক।

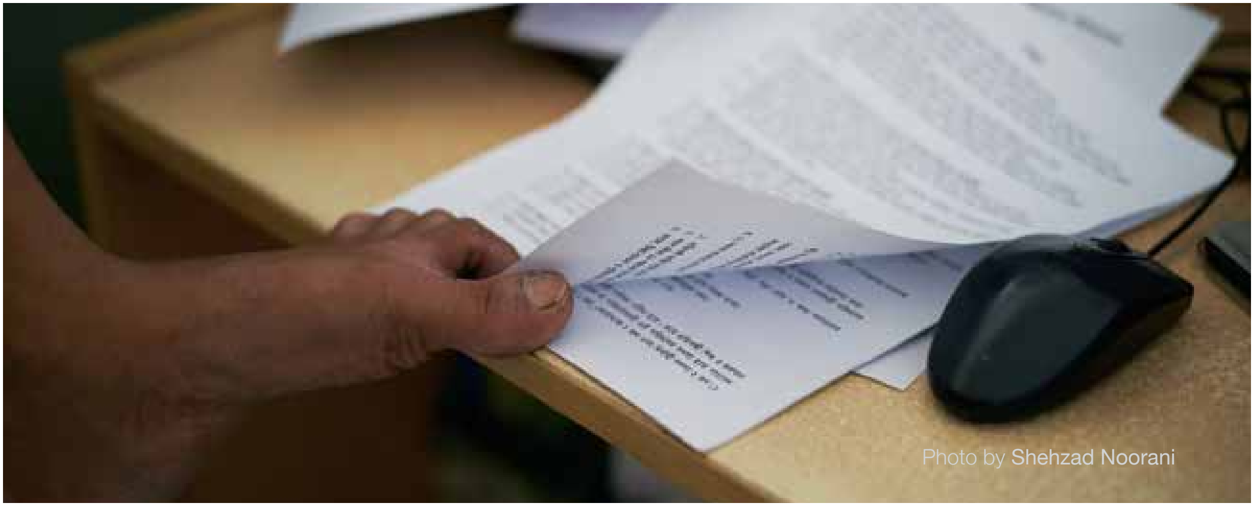
Photo by Shehzad Noorani

Photo by Shehzad Noorani

"I am a human being and I have my physical needs too. I feel good about having sexual relationship with my husband. It's not painful or anything. I don't feel much either. I don't know how an able-bodied person feels it. But I enjoy it anyway.

আমি একজন মানুষ এবং আমারও শারীরিক চাহিদা আছে। স্বামীর সঙ্গে আমার শারীরিক সম্পর্ক আমি বেশ উপভোগ করি। আমি ব্যথা পাইনা আবার এমন না যে আমি কিছুই অনুভব করতে পারি না। আমি জানিনা শারীরিকভাবে সক্ষম মানুষদের এই অনুভুতি কেমন। তবে এটা (শারীরিক সম্পর্ক) আমি নিজের মত করে উপভোগ করি। মাঝে মাঝে শুধু হাতে হাত রাখাও এতটা সুখের হয়ে ওঠে যে মনে হয় জীবনের থেকে আর কিছু চাইবার নেই।"

Photo by Sonia

Twenty-six year old Sonia had a car accident in 2008. She was with her elder sister and brother. She couldn't feel anything as she lay on the ground. People rushed to rescue them. It was then, when they tried to pull her out of the car that Sonia realised she had broken her back bone. Her spine was damaged more than 80%. She didn't quite understand what would the implication be or how this was going to shape her life. Doctors reset her backbone with the help of a plate. They were hopeful after the surgery. Sonia took further treatment at Centre for the Rehabilitation of the Paralysed (CRP). After getting seven months of treatment and therapy, she could barely sit. She realised that she will never be the person she used to be. The transition from being able-bodied to being disabled was traumatic and difficult for Sonia.

Sonia never wanted to get married as she thought that that would make her life more complicated. But her parents convinced her. Sonia however had one condition. She wanted to marry someone who would want to marry her after knowing about her disability. She eventually fell in love and married her physiotherapist at CRP. Due to the length of the treatment, Sonia and her physiotherapist became good friends, and ended up marrying each other.

While talking about married life, Sonia said that it's a blessing for her that she is married to her physiotherapist, as he knows about her disability more than anybody else, which helps their relationship a lot. She says that it is a misconception about people with spinal cord injury being asexual, and not wanting any sexual interactions. Sonia mentions that the partner should be positive and supportive when it comes to having sex.

While talking about pregnancy she said that she has mixed feelings about wanting to be a mother. She is scared of complications and for the fact that there aren't enough medical support available in Bangladesh for pregnant women with spinal cord injury.

Sonia looks out of the window longingly. Most days she cannot go out, not even out in her verandah and touch her favorite plants, as the vernadah is too narrow for her wheelchair.

২০০৮ সালে বড় দুই ভাই বোনের সঙ্গে তার এক চাচাতো ভাইকে দেখতে যাওয়ার পথে ছাব্বিশ বছরের সোনিয়া গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়ে। দূর্ঘটনার পর পর সোনিয়া কিছু অনুভব করতে পারছিলো না। মানুষজন সাহায্য করতে এসে সোনিয়াকে যখন গাড়ি থেকে টেনে বের করছিলো তখন সে বুঝতে পারে যে তার মেরুদন্ড ভেঙ্গে গেছে। তবে তখন যে কল্পনাও করতে পারেনি যে জীবন এখন তাকে কোনদিকে নিয়ে যাচ্ছে। ঢাকায় সোনিয়ার অপারেশন হবার পর ডাক্তাররা বেশ আশাবাদী ছিলেন। সোনিয়া আর তার পরিবার তখনও বোঝেনি যে সে আর কখনও হাঁটতে পারবেনা। এরপর সিআরপি'তে সোনিয়ার অপারেশান পরবর্তী চিকিৎসা শুরু হয়। দূর্ঘটনায় তার স্পাইনের ৮০ শতাংশই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। ৬/৭ মাসের চিকিৎসার পর খুব কম সময়ের জন্যই উঠে বসতে পারতো সে। আর তখন সে বুঝতে শুরু করে যে সে আর আগের মত হতে পারবে না, আজীবন তাকে হুইল চেয়ার সঙ্গী করে চলতে হবে। শারীরিকভাবে সক্ষম একজন মানুষ থেকে প্রতিবন্ধী হয়ে যাবার পুরো বিষয়টা ছিল কঠিন এক পরীক্ষা।

বিয়ে তার জীবনকে আরও জটিল করে ফেলবে সে ভয়ে সোনিয়া বিয়ে করতে চাইতো না। কিন্তু তার বাবা-মা তাকে রাজী করানোর চেষ্টা করতেন সবসময়। তারা তাকে জানান যে একজন ছেলে তার শারীরিক প্রতিবন্ধকতার বিষয়টি জানার পরও তাকে বিয়ে করতে চায়। সিআরপি তে যে ফিজিওথেরাপিস্ট তাকে চিকিৎসা দিতেন, তিনিই বর্তমানে তার স্বামী। দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসার সময় তারা খুব ভালো বন্ধু হয়ে ওঠেন এবং ছেলেটি ধীরে ধীরে সোনিয়ার পরিবারের একজন হয়ে ওঠে। সে সোনিয়ার বড় বোনের মাধ্যমে বিয়ের প্রস্তাব পাঠায়। শুরুতে ছেলের পরিবার রাজী না হলেও একসময় রাজী হয় এবং পারবারিক সম্মতিতে ২০১৬ সালের এপ্রিলে তারা বিয়ে করে। সোনিয়া বলেন তিনি খুবই ভাগ্যবান যে তার ফিজিওথেরাপিস্টের সাথে তার বিয়ে হয়েছে। কারণ তার স্বামীর মতো করে তার শারীরিক সমস্যাগুলো অন্য কেউ বোঝেন না যা তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক ইতিবাচক ভুমিকা পালন করেছে। স্পাইনাল কর্ডের ইনজুরি নিয়ে অনেক ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। যেমন অনেকেই মনে করেন, স্পাইনাল কর্ডের আঘাতপ্রাপ্তদের কোনও যৌনানুভুতি নেই বা তাদের শারীরিক সম্পর্কের দরকার হয়না। তিনি বলেন-"এমন কারও সাথে শারীরিক সম্পর্ক করতে গেলে অবশ্যই তার সুবিধে অসুবিধেগুলো মাথায় রাখা উচিত, একই সাথে তার সঙ্গীরও ইতিবাচক ও সহযোগী মনোভাব থাকতে হবে।"

গর্ভধারণ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন "আমি মা হতে চাই তবে আমার ভেতর মিশ্র অনুভুতি কাজ করে। মানে আমি এটা চাই কিন্তু একই সাথে এর সঙ্গে জড়িত সমস্ত জটিলতা নিয়েও আমি ভয় পাচ্ছি কারণ আমাদের দেশে আমার মতো প্রতিবন্ধী মেয়েরর মা হবার জন্য যথেষ্ট মেডিকেল সাপোর্ট নেই"।

Photo by Sonia

সোনিয়া অনেক আকাঙ্খা নিয়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে। অধিকাংশ দিনে সে বাইরে যেতে পারেনা, এমনকি তার বারান্দাতেও না, যেখানে তার প্রিয় গাছগুলো ছোঁয়া যায়। হুইল চেয়ারের জন্য বারান্দা যে খুবই সরু।

Conclusion

Photo by Shehzad Noorani

These photo-narratives shed light on some profound insights.

Disability cannot be understood in one single way, and that experiences of disability vary. It's important to remember that there are different kinds of disabilities- visible, invisible, learning and intellectual, and there are diverse experiences even within these spectrums. Even though one's disability is connected to the public and private spheres of one's life, disability cannot be seen as the only aspect of a person's life. A person cannot be and should not be judged and understood based on their disability solely.

The intention of this project is to not take these narratives as representatives of any demography. However, we regard these specific stories to understand disability across intersections of class, gender and sexuality, and to know about the multiplicities of disabilities.

Disabled men and women experience oppression and exclusion in different ways. In the patriarchal socio-cultural realities of Bangladesh, disabled women may experience oppression for firstly being a woman, and then being disabled. A disabled woman from lower socio-economic background experiences further exclusion based on her class positioning and non-accessibility to material aids, for example buying medicine, or crutches.

A physically disabled woman also transgresses femininity or ‘proper feminine look.’ Physical ‘deformity’ - a bent leg, or a bent body, a bent back - is seen as unattractiveness, making the woman ineligible for dating or marriage. There is ample evidence of sexual abuse that disabled women experience, however, scant research on how disabled women experience pleasure and joy when it comes to sex, or how they would like to access resources to engage in romantic relationships.

Disabled men experience oppression and exclusion in terms of societal and individual expectations of masculinity. Expectations to earn, take care and protect of one’s family, sexually perform: are all markers of masculinity. When it comes to sex, men are expected to have sexual prowess, either through their bodily strength, or erection. Disabled men often times negate these aspirations, for which, are seen as ‘less of a man’ by societal standards.

However, sexuality can be experienced and worked around in different ways. Nayeem’s narrative shows that his disability didn’t hold him back from engaging in a romantic relationship. To both him and his girlfriend, intimacy and emotional bonding is more important than a physical relationship. Or as Hosna mentioned, how intercourse might not play an important role in her life, but stimulation of erogenous zone in her upper body to gain pleasure will.

Aspects of socio-economic class also shapes one’s experience of disability and identity. Disabled youth in urban middle class spaces have more access to internet and local and global communities, and thus are more vocal about their identity and right. On the contrary, economic struggles in rural contexts, with limited access to networks can make disabled people vulnerable. However, it’s not a black and white binary, as shown by Redwan’s narrative. Redwan comes from an upper-class background, and have always had support from his family. However, his class position didn’t immediately provide him with an advantage to access and explore romantic ventures in the most fitting way.

Thinking about sex, and experiencing one’s sexuality in a positive and empowering manner is not only humane, but also one’s right. The participants, by sharing their thoughts and experiences, and by representing their stories in their own ways, broke the silence around talking about sexuality of disabled people.

The photo/narratives aim to depathologize disability and transform society’s perception about sexuality and desires of disabled people. The project hopefully will help us to think differently and critically, and initiate much needed dialogoes about disability, identity, gender, sex and sexuality.

Photo by Shehzad Noorani

উপসংহার

এই ছবি এবং গল্পগুলো কিছু গুরুত্বপূর্ন বিষয় সামনে নিয়ে আসে।

প্রতিবন্ধীতার অনেক ধরণের সংজ্ঞা হতে পারে। প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ভিন্ন। একজন মানুষের শারীরিক প্রতিবন্ধীতা তার একমাত্র পরিচয় নয়। তাই একজন মানুষকে শুধু তার প্রতিবন্ধীতা দিয়ে বিচার করা উচিত নয়।

এই গল্পগুলো কোনও নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে না বা সেটা আমাদের এই উদ্দেশ্যও নয়। যদিও আমরা আশা করছি এই গল্পগুলো থেকে আমরা শ্রেণী, লিঙ্গ ও যৌনতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী মানুষদের বুঝতে চেষ্টা করবো এবং বিভিন্ন প্রতিবন্ধী মানুষের বৈচিত্রময় অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে পারব।

প্রতিবন্ধকতার শিকার নারী-পুরুষরা বিভিন্ন উপায়ে নিপীড়ন ও বঞ্চনার সম্মুখীন হয়। বাংলাদেশের মত পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বাস্তবতায়, প্রতিবন্ধী নারী প্রথমত একজন নারী এবং তার উপর একজন প্রতিবন্ধী হওয়ার জন্য আরও বেশি বঞ্চনার শিকার হতে পারেন। সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমিতে একজন নিম্নবিত্ত শ্রেনীর প্রতিবন্ধী মহিলার অবস্থান আরও নিচে, যেমন তার ঔষধ কেনার বা ক্রাচ কেনার সামর্থ্য থাকেনা ইত্যাদি।

'আদর্শ নারীর সৌন্দযের্র' পরীক্ষায় বাঁকা পা, বাঁকা হাত কিংবা বাঁকা পিঠ থাকা মানেই প্রেম বা বিয়ের জন্য অযোগ্যের খাতায় তার নাম চলে যাওয়া। যদিও প্রতিবন্ধী নারীদের যৌন নিপীড়ন নিয়ে অনেক কথা হয়, যৌনতা সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে একজন প্রতিবন্ধী নারী কিভাবে দেখেন অথবা তিনি কিভাবে নিজের যৌনাকাঙ্খা পূরণ করতে চান সে সম্পর্কে কোন আলোচনা কখনই হয় না।

অপরদিকে প্রতিবন্ধী পুরুষরা সমাজের চোখে তথাকথিত 'পুরুষ' হবার দৌড়ে বরাবরই পিছিয়ে থাকেন। একজন পুরুষ মানেই সে উপার্জন করবে, পরিবারকে নিরাপত্তা দেবে, সক্ষম যৌনসঙ্গী হবে। প্রতিবন্ধী পুরুষেরা অনেক ক্ষেত্রেই এসব প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে না বলে সমাজের চোখে তারা আদর্শ পুরুষ হয়ে উঠতে পারেনা।

যৌনতার অভিজ্ঞতা এক এক জনের ক্ষেত্রে এক এক রকম হতে পারে। নাঈমের বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে তার প্রতিবন্ধীতা তার ভালোবাসার সম্পকের্র পথে বাঁধা হতে পারেনি। সে এবং তার প্রেমিকা দুজনের কাছেই শারীরিক চাহিদার চেয়ে মানসিক অন্তরঙ্গতা ও বন্ধনের গুরুত্ব বেশী। অথবা উষা যেমন বলেছেন, তার জীবনে যৌনসম্পকের্র কোনও ভুমিকা না থাকলেও শারীরিক সুখ পাবার জন্য সে তার শরীরকে অন্যভাবেও ব্যবহার করতে পছন্দ করে।

ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রতিবন্ধী মানুষের অভিজ্ঞতা ভিন্ন হতে পারে। শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিবন্ধী যুবকদের হাতে ইন্টারনেট সুবিধা থাকায় পুরো বিশ্বকে তারা হাতের মুঠোয় পেয়েছে, অনেক কিছু জানতে ও বুঝতে পারছে এবং নিজেদের অধিকার ও পরিচয় নিয়ে জোর গলায় কথা বলতে পারছে। অন্যদিকে, গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্য এবং যথাযথা তথ্যের অভাব এই শ্রেণীর প্রতিবন্ধী যুবক যুবতীদের আরও বিপদজনক অবস্থার দিকে ঠেলে দিতে পারে।

কিন্তু এর ব্যতিক্রমও আছে। রেদওয়ানের গল্প আমাদের দেখায় যে পারিবারিক সমর্থন ও সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেনিতে বেড়ে ওঠার পরেও সে আজও নিজের পছন্দের মানুষটিকে খুঁজে পায়নি যাকে নিয়ে সে তার মতো করে জীবন কাটাতে চায়। রেদওয়ানের আর্থ-সামাজিক অবস্থানও এই ব্যাপারে তাকে কোন সাহায্য করতে পারেনি।

যৌনতা সম্পর্কে ভাবা এবং এ নিয়ে সব রকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা মানুষ হিসেবে সকলের অধিকার।। অংশগ্রহণকারী প্রতিবন্ধীরা তাদের যৌনতা নিয়ে চিন্তাভাবনা এবং অভিজ্ঞতার কথা সকলের সামনে উপস্থাপন করে এ নিয়ে বহুদিনের নীরবতা ভেঙ্গেছেন।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রতি এবং তাদের যৌনতা ও আকাঙ্খার প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোই আমাদের এই বইয়ের উদ্দেশ্য। আমরা আশা করি এই বইটি আমাদেরকে প্রচলিত ধারণার বাইরে গিয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরিচয়, জেন্ডার, যৌনতা নিয়ে ভিন্নভাবে এবং গভীরভাবে চিন্তা করতে, এবং আলোচনা শুরু করতে সাহয্য করবে।

References

A CREA Panel (2008) Women, Disabled, Queer: Working together for our sexuality and rights, *AWID International Forum*, Nov 14-17, 2008 (Cape Town, South Africa).

Chib, Malini (2014) Sexless in the city (For no fault of mine), *In Plainspeak*, 1 August 2014.

Finger, Anne (1992) Forbidden Fruit, *New Internationalist*, 233.

Ghai, Anita (2002) Disabled Women: An Excluded Agenda of Indian Feminism, *Hypatia*,17(3).

Robinson, J; Forrest, A; Pope-Ellis, C; T Hargreaves, Angel (2011) A pilot study on sexuality in rehabilitation of the spinal cord injured: exploring the woman's perspective, *South African Journal of Occupational Therapy,* 41(2).

Rutgers (2016) PhotoVoice Facilitator’s Guide (Netherlands).

Acknowledgements

Antoinette Termoshuizen from Niketan and Sanderijn Van der Doef: For believing in the project. For the words of wisdom. For that drive to Manikganj in a rainy morning.

Akhlas Uddin from Disabled Rehabilitation & Research Association (DRRA): For patiently coordinating the workshop and field works in Manikganj.

Mohammad Mohasin from Wheel Cricket Welfare Association Bangladesh and AHM Forhad from Turning Point Foundation: For your support and words of encouragement.

Margrit Shildrik from Linkoping University: For taking the time to read the book text, and giving us critical feedback. For changing our ways of thinking, and so much more.

Thank you.

Photo by Shehzad Noorani

This Project is implemented by

BRAC James P Grant School of Public Health (JPGSPH), BRAC University was founded with a distinctive mission in mind: to address the unmet public health challenges particular to Asia, Africa and South America. The School was established in 2004 as part of BRAC University. JPGSPH's institutional partners are BRAC and icddr,b. The School is recognized as a leader in innovative public health education, research, training and advocacy for policy change. It works on diverse health challenges like maternal and reproductive health, nutrition, gender equity, sanitation, non-communicable diseases, urbanisation, and climate change.

The Centre of Excellence for Gender, Sexual and Reproductive Health and Rights (CGSRHR) at the School was set up in 2008, focusing on research, policy, advocacy and training activities in the arena of gender, sexual and reproductive health and rights, sexuality and rights in Bangladesh and in the region. CGSRHR's academic, advocacy and capacity building pursuits reflect on the principle that realizing and ensuring sexual and reproductive health is the core of human rights and dignity.

In partnership with

Niketan is a disability-organisation focusing on participation of children and youngsters with complex disabilities in Bangladesh. Niketan Foundation helps children and youngsters with disabilities to remove barriers for their participation in society and to create equal opportunities. Niketan supports early childhood programmes, special schools, vocational training centres, community based rehabilitation programmes and a residential place for children and youngsters with complex disabilities.

Funded by

Share-Net Netherlands is the Dutch network on SRHR and HIV and has been in operation since 2000. Share-Net Netherlands, within the Knowledge Platform, functions as the Dutch country node: sharing and disseminating knowledge and information, and as the national network. In addition, the Platform encompasses national knowledge networks in three countries: Bangladesh, Burundi, Jordan. These networks serve as conduits for situation assessments, defining research priorities, facilitating research participation by country institutions and hosting the local knowledge base/platform.

BRAC James P Grant School of Public Health
BRAC University, Bangladesh
68 Shahid Tajuddin Ahmed Sharani, 5th Floor (Level-6), icddr,b Building, Mohakhali, Dhaka-1212, Bangladesh,
Phone: 880-2-9827501-4: x6034, Fax: +880 2 58810383, www.bracjpgsph.org